



দিল্লিতে নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে মৃত্যু বাবা-ছেলের



দুর্ঘটনায় রাহুলের কনভয়ের ৫ গাড়ি, আহত নিরাপত্তাকর্মীরা



রবিবার ইন্ডিয়ার সমাবেশে দিল্লিতে নেত্রী ও অভিষেক

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং নির্বাচনী তালিকার নিয়মে পরিবর্তনের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আন্দোলন আরও তীব্র হচ্ছে। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। ৫ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ভোট চুরি নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলন আলোড়িত

ভোট বাঁচাও দেশ বাঁচাও

করেছিল জাতীয় রাজনীতিকে। ককরোচদের সংহতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধী, তেজস্বী যাদব, এম এ বেবিদের রাস্তায় নামা, গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনের তীব্রতার আঁচ করে দিল্লিকে দুর্গে পরিণত করেছিল পুলিশ। উৎসব মিটিংতেই ফের নতুন করে পথে নামতে চলেছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে সমাবেশ ডাকা হয়েছে। এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩০ অক্টোবর জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে 'জনতার ইমপিচমেন্ট' কর্মসূচি করবে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতীকী 'জনতার ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া' আয়োজনের মোক্ষম চাল চলেছে বিরোধী জোট।



প্রেমের অপরাধে বিবস্ত্র করে ঘোরানো হল বাবা-ছেলেকে

বিজেপির বাংলায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা

প্রতিবেদন : প্রেমের সম্পর্কের জেরে খাস কলকাতায় মধ্যযুগীয় বর্বরতার চরম নিদর্শন। প্রেম করার 'অপরাধে' এক যুবক, তাঁর বাবা এবং এক বন্ধুকে মারধর করে, চরম হেনস্থা করে বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় ঘোরানোর অভিযোগ উঠল প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে। রোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার বেহালার সরশুনা থানা এলাকার বসুন্ধরা পার্ক অঞ্চলে। এই অমানুষিক নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। সরশুনা এলাকার বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে স্থানীয় এক যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু মেয়েটির পরিবার এই সম্পর্ক কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেনি। অভিযোগ, গত ২৫ অক্টোবর এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে চরম নৃশংসতার রূপ নেয় প্রেমিকার পরিবারের ক্ষোভ। ওইদিন যুবকের বাড়িতে চড়াও হয় মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা। সেখানে যুবক এবং তাঁর এক বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন যুবকের বাবা। অভিযোগ, তাঁকেও



বেহালার সরশুনার এই বাড়িতেই চলে নারকীয় অত্যাচার।

এখনও অধরা প্রভাবশালীরা

■ সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগানে ১৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর এখনও কমিটির মাথাধের গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। তাঁদের নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যও করা হচ্ছে না। (বিস্তারিত ভিতরে)

রেয়াত করা হয়নি। উল্টে বন্দুক দেখিয়ে যুবকের বাবাকে নিজের ছেলেকে গুলি করার জন্য হুমকি

দেওয়া হয়। এরপর চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে যুবক, তাঁর বাবা এবং বন্ধুকে বিবস্ত্র করে জনসমক্ষে রাস্তায় ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ। সরশুনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে যুবতীর বাবা, মা এবং মামা। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তাই আমাদের দিনের কবিতা।



পৃথিবী

এ পৃথিবী নয়কো আমার অথবা নয়কো তোমার পৃথিবী তুমি কার বা কাহার?

চোরাস্রোতের চেয়েও তেজস্বিনী তোমার পথ সময়ের থেকেও দ্রুত তোমার মন-অভিরথ।

হিমালয়ের চেয়েও দীর্ঘ তোমার উদাত্ত বক্ষ কক্ষবতীর থেকেও দীর্ঘ তোমার অক্ষ কক্ষ।

একাকী অন্ধের অন্ধশী বর্ধন তোমার দ্বার প্রান্ত তব কি শুধু তুমি তোমার নিজস্ব নিজ সীমান্ত।

জ্ঞানেশের নিয়োগ নিয়ে মামলা করল তৃণমূল কংগ্রেস

প্রতিবেদন : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগ ও তাঁর নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বৈষ্ণব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। (এরপর ৬ পাতায়)



দলবদল করবেন বিধায়করা, মানুষের টাকায় কেন হবে উপনির্বাচন?

কেন্দ্র ও কমিশনের জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা করে সাংসদ বা বিধায়কদের ইস্তফা ও দলবদল আর বরদাস্ত নয়। দলবদল করবেন বিধায়করা, আর তার খেসারত কেন দিতে হবে সাধারণ মানুষকে? কেন সাধারণ মানুষের কয়ের টাকায় বারবার উপনির্বাচন হবে। এবার এই বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু প্রশ্ন তোলাই নয়,

কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের জবাবও তলব করেছে শীর্ষ আদালত। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া এক মামলায় কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে বিধায়কদের ইস্তফা, দলবদল ও উপনির্বাচন নিয়ে করা পর্যবেক্ষণ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। সোমবার এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ



পাঠিয়ে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এখানে উপস্থাপনা তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে-র ছয় বিধায়কের ইস্তফা প্রসঙ্গে। ওই ছয় বিধায়ক শাসকদল টিডিকে-তে যোগ দেন। সেই দলবদলকে চ্যালেঞ্জ করে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেন আইনজীবী কে সুধান। গত ২৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট সেই আবেদন

খারিজ করে দিলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। তার পরই সুপ্রিম কোর্টের তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। কেন্দ্র ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি তামিলনাড়ুর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, বিধানসভার সচিব এবং দলবদলকারী ছয় প্রাক্তন এআইএডিএমকে বিধায়ককেও নোটিশ পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯০৭

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
(১৮৬১-১৯০৭)

এদিন প্রয়াত হন। পিতৃদত্ত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মসূত্রে হিন্দু ভবানীচরণের ধর্ম সম্পর্কে অসীম কৌতূহল ছিল। পড়াশোনার পাঠ শেষ হতে না হতে কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে ভবানীচরণ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। পরে একে একে প্রোস্টেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক। খ্রিস্টধর্মের এই দুই শাখাতেই দীক্ষিত হয়ে ধর্মপ্রচারের কাজে যুক্ত হন। নিজের দেওয়া নতুন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামেই পরিচিত হন তখন থেকে। ঘুরে বেড়ান সিদ্ধপ্রদেশ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে। ১৯০০-এ কলকাতায় ফিরে প্রাক্তন ছাত্র কার্তিকচন্দ্রের সহায়তায়, তাঁর ১৮ বেথুন রো-এর বাড়ি থেকে নতুন করে



রবীন্দ্রনাথও কম আকর্ষণ অনুভব করেননি। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ব্রহ্মবান্ধবের ছায়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

প্রকাশ করলেন ক্যাথলিকদের মুখপত্র 'সোফিয়া' পত্রিকা। সেখানে একটি সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' (World-Poet) আখ্যা দেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বদেশি আন্দোলনের কটরপন্থী নেতা, বাগ্মী, পণ্ডিত, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক। সারা জীবন বিতর্ক বয়ে বেড়ানো এমন এক বর্ণময় চরিত্রের মানুষের প্রতি



১৯৭৫

প্রফুল্লচন্দ্র

লাহিড়ী (১৯০০-১৯৭৫)

এদিন প্রয়াত হন। তিনিই বাংলার প্রথম এডিটোরিয়াল কার্টুনিস্ট। বাংলায় কার্টুন চর্চার বর্তমান অবস্থা দেখে ধারণা করা যাবে না যে একসময় কী তুমুলভাবে এই শিল্পমাধ্যমটি উপস্থিত থাকত অধুনালুপ্ত পত্র-পত্রিকায়। 'ঢাকা' শহরে ১৯০০ সালে আমার জন্ম।

লেখাপড়ায় ভালই ছিলাম। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই হাতের লেখা, ড্রয়িং আর মানচিত্র আঁকায় ক্লাসে প্রাইজও পেয়েছি। ঢাকা কলেজে

ইতিহাস পরীক্ষায় আমার ম্যাপ দেখে বিদেশি অধ্যাপক রায়সবোথাম লিখছিলেন 'This is the finest map have ever seen drawn by a student.' লিখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। (আমি, কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত একালের কার্টুন, প্রকাশকাল ১৯৬৭-৬৯)। অমৃতবাজার পত্রিকায় স্টাইলাইজড টানে স্বাক্ষর করতেন Piciel, যুগান্তরে তিনিই কাফী খাঁ, সম্রাট আকবরের বিখ্যাত পার্শ্বদের নামে। প্রথমদিকে নিজের কার্টুনের ওপর ডেভিড লোর সামান্য প্রভাব থাকলেও, আস্তে-আস্তে নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেন। তুলি নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতেন নিব। গগনেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি প্রফুল্লচন্দ্রের কার্টুন সংবাদপত্র-পাঠকদের এক নতুনত্বের সন্ধান দিল। ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন বলেই সমকালীন রাজনীতির ঘটনা বিশ্লেষণ করতেন অগ্রান্ত ভাবে। চার্চিলকে আঁকতেন গোলগাল বুলডগের মতো। গান্ধীজিকে দেখাতেন রোগা চাষির মতো, হাতে লাঠি ও কোমরে ঝোলানো ট্যাকঘড়ি।

১৯২০

কে আর নারায়ণন

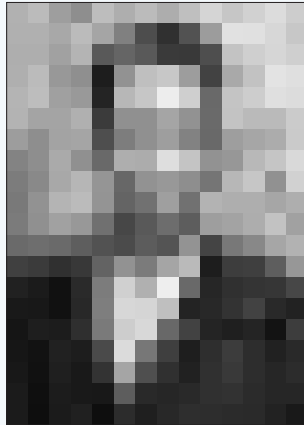
(১৯২০-২০০৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম কোচেরিল রমন নারায়ণন। ভারতের দশম রাষ্ট্রপতি। কেরিয়ার শুরু করেছিলেন জাপান, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে। নেহরু তাঁকে দেশের সেরা কূটনীতিক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে রাজনীতিতে প্রবেশ এবং লোকসভায় পরপর তিনটি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনও করেন।



১৯০৪

যতীন্দ্রনাথ দাস

(১৯০৪-১৯২৯) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার। অন্যতম আসামি হিসেবে। তাঁকে লাহোর জেলে পাঠানো হয়। সেখানে রাজবন্দিদের ওপর কারা কর্তৃপক্ষের দুর্য্যবহারের জন্য অনশন আন্দোলন শুরু করেন। ৬৩ দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন।



কর্মসূচি



■ উত্তর কীর্তিনিয়া পাড়া নাইস ক্লাব পরিচালিত কবাডি টুর্নামেন্ট। অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বাবর আলি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৬২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

পাশাপাশি : ১. চন্দ্র ৩. সৌন্দর্য, শোভা ৫. জ্ঞানবান ৬. প্রতিজ্ঞা, শপথ ৮. সবাধিনায়ক ১০. পাঞ্জাবে প্রচলিত জনপ্রিয় লোকনৃত্য বিশেষ ১১. সর্বদা ১৩. ছোটো ঘাসে ঢাকা জমি ১৫. মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী ১৮. বাধা, প্রতিবন্ধ ১৯. গোলাপি ২০. মৃত, প্রয়াত।
উপর-নিচ : ১. অমিতাভ জায়াসহ ছবি ২. শ্রুতিকটু, কঠোর ৩. মূর্খ ৪. প্রসিদ্ধ, যশ ৫. উদ্ভাবনী বুদ্ধি ৬. ভেটকিজাতীয় মাছবিশেষ ৯. (আল.) যাতে গায়ের বা মনের জোর বাড়ে এমন বস্তু বা প্রভাব ১২. জ্ঞান ১৪. নবোদিত সূর্য ১৬. প্রকাশ ১৭. মুদ্রিত করা ১৮. গুহা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৬১ : পাশাপাশি : ১. উজানি ৩. ঘুটঘুটে ৫. তপনতাপন ৭. নগর ৮. দেহজ ১০. প্রত্যক্ষগোচর ১২. দখিসার ১৩. থাকন।

উপর-নিচ : ১. উজ্জীবন ২. নিম্নতর কক্ষ ৩. ঘুচন ৪. টেটন ৬. তাহাদের কথা ৯. জনার্দন ১০. প্রবাদ ১১. গোদের।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017

Regd. No. WBBEN/2004/14087

● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21

City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

২৬ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রূপের বাজার দর

পাকা সোনা	১৪২১৫০
(২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
গহনা সোনা	১৪২৯০০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
হলমার্ক গহনা সোনা	১৩৫৮০০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
রূপের বাট	১৯৭৫০০
(প্রতি কেজি),	
খুচরো রূপো	১৯৭৬০০
(প্রতি কেজি),	

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৪৮	৯৬.২১
ইউরো	১০৬.৭৯	১০৭.৭৬
পাউন্ড	১২৭.৩৭	১২৮.৮২

নজরকাড়া ইনস্টা



■ পাওলি দাম



■ মিমি চক্রবর্তী

চোরবাগানের পর নেত্রীর আগুবাংকোই শরণ

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার স্লোগানে ভোলবদল শুভেন্দুর

প্রতিবেদন : রাজ্য রাজনীতিতে যে স্লোগানকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তোষণ নীতি’ বলে বারবার কটাক্ষ করেছে পদ্ম শিবির, এবার সেই স্লোগানই শোনা গেল খোদ তাদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। মমাস্তিক চোরবাগান কাণ্ডের পর সরকারি বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করে নিলেন, “ধর্ম যার যার উৎসব সবার, এটা তো ঘটনা”। চোরবাগান ট্রাজেডি এবং দুর্গাপূজার আয়োজনের খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে এই নেতাকে এক অভাবনীয় মন্তব্য করতে দেখা গেল। এর আগে অবশ্য একাধিকবার তাঁর মুখে সদস্ত উক্তি শোনা গেছে, ধর্ম যার উৎসবও তার। অর্থাৎ এক ধর্মের উৎসবে আরেক ধর্মের মানুষের স্থান নেই। সেই শুভেন্দুর ১৮০ ডিগ্রি ভোলবদল নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী কি বুঝতে পেরেছেন বাংলার ধর্মনিরপেক্ষতার ভূমি। সেখানে এই ক্ষুদ্র ধর্মীয় বিভাজনের স্থান নেই? এখানেই থেমে না থেকে তাঁর আরও সংযোজন, “ধর্ম যার যার ধর্ম রক্ষা করার দায়িত্বও তার তার, এটাই এবারে পশ্চিমবঙ্গের সকলে বুঝেছেন এটাই নতুন পশ্চিমবঙ্গ, পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গ।”

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি চোরবাগানের মতো মমাস্তিক ঘটনার পর উৎসবের ময়দানে সকলকে शामिल করার যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তিনি? যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উৎসব



সবার’ তত্ত্বকে রাজনৈতিক ময়দানে নিরন্তর তুলোথোনা করা হয়, আজ সেই আগুবাংকোই কি তবে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন তিনি? রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ব্যান আসলে এক চরম দ্বিচারিতা। যখন ভোটব্যাকের রাজনীতি করতে হয়, তখন মেরুকরণই প্রধান অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর যখন পূজা কমিটি ও সাধারণ মানুষের মন জয় করতে হয়, তখন সেই প্রতিপক্ষের দেখানো ‘সকলকে নিয়ে চলার’ মডেলই ভরসা!

চোরবাগানের ট্রাজেডি অন্তত এই রূঢ় বাস্তবতা বুঝিয়ে দিল যে, বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে যাই হোক, বাংলার বুকে সকলকে शामिल না করে উৎসব হয় না। আর সেই সত্য স্বীকার করতে গিয়ে শেষমেশ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আগুবাংকোই ধার করতে হল শাসক শিবিরের শীর্ষনেতাকে।

যোগ্যদের ভোটাধিকার না ফিরিয়ে ভোট নয় রাজ্যে

প্রতিবেদন : গণতন্ত্রের কঠোরোপ করার এক নির্লজ্জ চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল বাংলা। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লক্ষ লক্ষ যোগ্য ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে কলকাতা ও হাওড়া পুরভোট করানোর যে প্লট তৈরি হয়েছিল, তার কড়া জবাব দিল রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজ। সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তের কাছে জমা দেওয়া একটি কড়া স্মারকলিপিতে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর নামে যোগ্য ভোটারদের যে ব্যাপক হারে বাদ

মামলাগুলির ১০০ শতাংশ এবং হাওড়ায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই আপিলকারীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে রায় এসেছে। সুতরাং, এই প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে বিধানসভা নির্বাচনের পর দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁদের সাংবিধানিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্মারকলিপির স্বাক্ষরকারীরা।

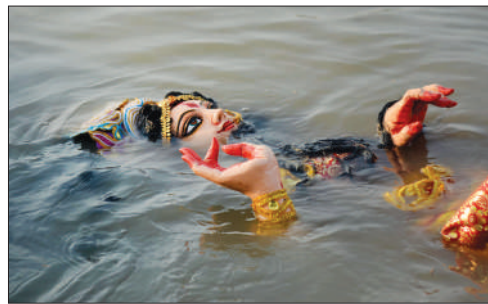
কমিশনের চক্রান্ত ভাঙতে গর্জে উঠলেন বিদ্বজ্জনেরাও

দেওয়া হয়েছে, তা অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে। আগামী ৪ জানুয়ারি, ২০২৭-এর মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে স্পেশাল সামারি রিভিশন (এসএসআর) প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনওভাবেই কলকাতা, হাওড়া বা অন্য কোনও পুরসভার নির্বাচন করা যাবে না।

ষড়যন্ত্রের পরিসংখ্যান রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। নির্বাচন কমিশনের নিজেদের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভা এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং হাওড়া পুরসভা এলাকায় প্রায় ৩৯ হাজার আবেদন ট্রাইব্যুনালে এখনও বিচারার্থী রয়েছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিকটি হল, কলকাতায় নিষ্পত্তি হওয়া

কমিশন যাতে অজুহাত দেখিয়ে দায় না এড়ায়, তার জন্য আইনে প্রদত্ত তাদের নিজস্ব ক্ষমতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়

সংবিধানের ২৪৩ জেডএ অনুচ্ছেদ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন, ১৯৯৪-এর ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বিধানসভার ভোটার তালিকাকে প্রয়োজনে সংশোধন করে পুরভোটের জন্য গ্রহণ করার পূর্ণ আইনি ক্ষমতা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্ত আপিলকারীদের নাম অবিলম্বে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার কর্মী এবং বিশিষ্টজনেরা এই একাধিক প্রতিবাদ আজ একটাই কড়া বাত দিচ্ছে— নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা রুখে দেওয়া হবে এবং যোগ্যদের অধিকার না ফিরিয়ে রাজ্যে আর কোনও প্রহসনের নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।



■ পূজা শেষ। কলকাতার বাবুঘাটে লক্ষ্মী প্রতিমার বিসর্জন। সোমবার বিকেলে। ছবি সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

নামেই তৎপরতা, এখনও কেন অধরা প্রভাবশালীরা

প্রতিবেদন : সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগানে ১৯ জনের মমাস্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর এখনও কমিটির মাথাপের গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। তাঁদের নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য ও করা হচ্ছে না। অথচ তদন্ত চলছে! তদন্তের নামে চলছে প্রহসন।

এবার শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে লালবাজারে তলব করা হয়েছে। বুধবারের মধ্যে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তদন্তকারী আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন শিল্পীকে। কলকাতার নামী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম সুশান্ত শিবানী পাল। শহরের বেশ কয়েকটি নামী ক্লাবের পূজার থিমের দায়িত্বে থাকেন তিনি। কিন্তু এবার তাঁর তৈরি করা চোরবাগানের প্যাভিলিওনে ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ বিপর্যয়।

অন্যদিকে, সোমবার ১২ জন পুলিশ-

কর্মীকে ডাকা হয়েছে, যাঁরা সেদিন চোরবাগানে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। মগুপে থাকা ৩২টি ক্যামেরার মধ্যে ১৬টি ক্যামেরার ফুটেজ এখনও পায়নি পুলিশ। এই ক্যামেরাগুলি আদৌ কাজ করছিল কিনা তা দেখা হচ্ছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এমন ৩ জনকে আজ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে লালবাজারে।

তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোমবার মহাকরণে বৈঠকে বসে বিশেষ তদন্তকারী দল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিটের প্রধান তথা কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী এবং অন্য সদস্যরা। এখনও পর্যন্ত তদন্তে কী কী তথ্য উঠে এসেছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয় বলে খবর।

চাকরির টোপ দিয়ে এক কোটিরও বেশি প্রতারণা

প্রতিবেদন: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ। এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপী এলাকার অন্তত ১৮ জন বেকার যুবক-যুবতীকে প্রতারণা করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম ও বিস্তারিত পরিচয় জানানোর পাশাপাশি এই চক্র আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত যুবক নিজেকে প্রভাবশালী এবং শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পরিচিত বলে দাবি করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিশ্চিত চাকরি করে দেওয়ার টোপ দিয়ে সে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে দফায় দফায় টাকা তুলতে শুরু করে। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে কুলপী এলাকার এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককেও সে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ। ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং এলাকার একাধিক বেকার তরুণ-তরুণী ভাল চাকরির আশায় নিজেদের জমি-জায়গা বন্ধক রেখে বা ধারদেনা করে ওই যুবককে টাকা দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও চাকরি না মেলায় এবং টাকা ফেরতের দাবিতে চাপ সৃষ্টি করা হলে অভিযুক্ত যুবক নানা টালবাহানা শুরু করে। সন্দেহ হওয়ায় চাকরিপ্রার্থীরা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে প্রায় ১ কোটিরও বেশি টাকার জালিয়াতি করা হয়েছে।

গ্রেফতার ভুয়ো চিকিৎসক

প্রতিবেদন: কোনও বৈধ রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টার চালিয়ে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে বারুইপুর থেকে রুল আমিন খান ওরফে আর এ খান নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিজেকে রেজিস্টার্ড চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তির ভুল চিকিৎসায় এক রোগীর শারীরিক

অবস্থার অবনতি হওয়ার পর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে

বারুইপুরে চেষ্টার চালিয়ে প্রেসক্রিপশনে এমবিবিএস, এমডি ডিগ্রি উল্লেখ করতেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর কাছে বারুইপুর বেতবেড়িয়া রামকৃষ্ণপল্লির বাসিন্দা রিপন হাওলাদার তাঁর এক পরিচিতকে নিয়ে ওই চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, তারপরই আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন রোগী। এতেই সন্দেহ দানা বাঁধে।

অভিযুক্তের পরিচয় যাচাই করতে ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে যোগাযোগ করেন রোগীর পরিচিতরা। সেখান থেকে জানা যায়, ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভিযুক্তের কোনও যোগ নেই। এরপর বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ গ্রেফতার করে রুল আমিন খানকে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সোনারপুর থেকেও বিশ্বরূপ আচার্য নামে এক ব্যক্তিকে ভুয়ো চিকিৎসা করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অন্ধকার সময়

এ এক অন্ধকার সময়। বাংলায় এ কোন সময় এসে হাজির হল? বিজেপি রাজত্বে একের পর এক ন্যাকারজনক ঘটনা। খুন, ধর্ষণ, পুজোর ভিড়ে ১৯ জনের মৃত্যুর পর এবার প্রেমের সম্পর্কের জেরে রাজধানী কলকাতায় বেহালার সরশনার বসুন্ধরা পার্ক এলাকায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। প্রেম করার অপরাধে এক যুবক, তার বাবা আর যুবকের এক বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করা হল। এখানেই শেষ নয়। এরপর তিনজনকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানো হল। গোটা ঘটনাটির পিছনে মেয়েটির পরিবার। এলাকার মানুষের অভিযোগ মারধর করার পর বাবার হাতে রিভলভার ধরিয়ে বলা হয় ছেলেকে গুলি করতে। ভাবুন! চরম নৃশংস আচরণ। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করলেও এ কোন সমাজে আমরা বাস করছি? এ কোন সংস্কৃতি। প্রেমের সম্পর্ক মানতে না পেরে মারধর, তারপর চরম হেনস্থা করতে বিবস্ত্র করে ঘোরানো? পাড়ার লোকেরা শুধু দেখলেন? কেউ প্রতিবাদ করলেন না? কারা এরা? কাদের এত সাহস? অভিযুক্তদের পিছনে নিশ্চিত রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে। তাদের কারণেই এখন বাংলা জুড়ে অশান্তি আর ভয়ানক পরিস্থিতি। এমন অবস্থার সঙ্গে সাতের দশকের মিল পাওয়া যাচ্ছে। ব্যর্থ প্রশাসন। দলদাস পুলিশ বাংলার মান-মর্যাদাকে ধুলোয় লুপ্ত করে দিয়েছে। ওই লাইন ক'টা আজও তাই যথার্থ, এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়...



ইতিহাস বদলানোর মরিয়া চেষ্টা

■ বর্তমান ভারতে ইতিহাসকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরু একচেটিয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অতীতের পুনর্লিখনের চেষ্টা চলছে। সরকার পোষিত ইতিহাস রচনাকে ক্রমশ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারে পরিণত করা হচ্ছে। ইতিহাসের পেশাদার, প্রমাণনির্ভর, তথ্যনিষ্ঠ চর্চা বন্ধ করে তা সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদকে পুষ্ট করার স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়েক দশকের গবেষণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পেশাদার ইতিহাসচর্চার ভিত্তি হলো যাচাই করা তথ্যপ্রমাণ, যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ এবং কার্যকারণ সম্পর্কের অনুসন্ধান। কিন্তু সেই পদ্ধতিগত ইতিহাসচর্চাই বর্তমানে আক্রমণের মুখে। একসময় প্রাক-আধুনিক যুগের ইতিহাসকে নিভৃত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র বলে মনে করা হত। তবে বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী প্রচারকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখায় ইতিহাসবিদদের সামাজিক মাধ্যমে লাগাতার হেনস্তা ও ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে। ইতিহাসের প্রচলিত ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলাকে গবেষণার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করার পরিবর্তে গবেষকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে থেকে ইতিহাসচর্চায় এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। কোন ঘটনা ‘কখন’ এবং ‘কোথায়’ ঘটেছিল তার বিবরণে সীমাবদ্ধ না থেকে তা ‘কেন’ এবং ‘কীভাবে’ ঘটেছিল ইতিহাসবিদরা তার অনুসন্ধান শুরু করেন। এর ফলে ইতিহাসচর্চার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং জিনগত গবেষণার মতো বিভিন্ন শাখার সংযোগ গড়ে ওঠে। অতীতের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং বিশ্বাসের জগৎকে আরও গভীরভাবে বোঝার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাসচর্চার পরিবর্তে বর্তমানে এমন এক ধরনের ইতিহাসের প্রচার বাড়ছে, যাকে বলা চলে ‘পপ হিস্ট্রি’। ডিজিটাল মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই সমস্ত বয়ানের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ যাচাই, বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিংবা যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। ইতিহাসের জটিল ঘটনাবলিকে সরলীকৃত কাহিনীতে পরিণত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্বেগজনকভাবে তা সরকারি পাঠ্যপুস্তকেও জায়গা করে নিচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদ প্রসারের মাধ্যমে পরিণত করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই প্রয়াস প্রতিহত করা দরকার।

— সঞ্জীব লাহা, আহিরিটোলা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagobangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এটাই যে সরকারের কাজ,
জানা ছিল না সেটা এতদিন

সব জেনেও সরকার কেন চিনা আগ্রাসনের তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছে? দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতির ভয়াবহ বাস্তবতাকে আড়াল করে সরকার আসলে কী লাভ ওঠাতে চাইছে? এ এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সংস্কৃতি! লিখছেন **প্রিয়ঙ্কর প্রামাণিক**

বিরোধী পক্ষ প্রয়োজনমতো তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে। এসব কর্মসূচির লক্ষ্য মূলত সরকার বা রাষ্ট্র। অতএব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাতে প্রবল আপত্তি থাকে শাসক শিবিরের। এই ছবি চেনা এবং বহুকালের। কিন্তু এমন আপত্তিকে সামনে রেখে প্রতিবাদের অধিকার সংকুচিত করার প্রবণতা গণতন্ত্র অনুমোদন করে না। দিল্লিতে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মহাসমাবেশ ১ নভেম্বর। এই মেগা কর্মসূচি রুখতে বিজেপির অতি-তৎপরতা সেই প্রসঙ্গই সামনে এনেছে। ব্যবসায়ী সংগঠনের একাংশের চিঠি, দীপাবলির বাজারে ক্ষতির আশঙ্কা এবং ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী গণহত্যার বেদনাদায়ক স্মৃতিকে সমাবেশের বিরোধিতায় ব্যবহার করতে মরিয়া তারা। সব মিলিয়ে বিরাট রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে উপস্থিত বিরোধীদের সভা করার অধিকার। ব্যবসায়ীদের ১০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির দাবি কতটা বাস্তবসম্মত, তার নিরপেক্ষ হিসাব প্রয়োজন।

কিন্তু রামলীলা ময়দানে একটি রাজনৈতিক সমাবেশের কারণে দীপাবলির বাজার বিপর্যস্ত হবে, এই দাবিটি অতিসরল বইকি। ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী গণহত্যা ভারতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। কিন্তু তার দায় নির্যারণ, অপরাধীদের বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে ন্যায়বিচার প্রদান নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সেই মমান্তিক ইতিহাসকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কর্মসূচি বাতিলের যুক্তি হিসাবে খাড়া করা হলে গণহত্যার স্মৃতির প্রতি সুবিচার হয় না। ইতিহাসের দায় নির্যারণ হতে ইতিহাসেরই বিচারে। অন্যদিকে আজকের রাজনৈতিক বিরোধিতার মোকাবিলায় রাস্তা একটাই: গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

বহুদিন বাদে দিল্লি পুলিশের সদর দপ্তরে গিয়ে বৈঠক করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পুলিশকর্তাদের সঙ্গে তিনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। বিরোধীদের সমাবেশ ঘিরে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে এই বৈঠক। অবশ্য কোনও বড়ো সমাবেশের আগে আইনশৃঙ্খলা পর্যালোচনা প্রশাসনের স্বাভাবিক দায়িত্ব। তাই শুধু একটি বৈঠক দেখেই শাসকের আতঙ্ক-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের আড়ালে কিছু অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ কিংবা প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগে প্রতিবাদের পরিসর সংকোচনের চেষ্টা

সমীচীন নয়। ব্যাপারটি বিরোধীদের কর্মসূচি বানচালে রাষ্ট্রীয় মতলব বইকি। এই অপপ্রয়াসের প্রতিবাদ জরুরি। বিজেপি যদি মনে করে, ১ নভেম্বর দিনটি শিখসমাজের কাছে শোক ও বেদনার, তবে সেই অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আবেদন জানাতে পারে তারা। কিন্তু রাজনৈতিক সমাবেশের নির্ঘণ্ট নির্যারণে নিষেধাজ্ঞা জারির নৈতিক বা গণতান্ত্রিক অধিকার কোনও দলের নেই।

মনে রাখা আবশ্যিক, রাষ্ট্রক্ষমতার অধীশ্বর হিসাবে শাসকের দায়িত্ব অধিক। বিরোধীদের বক্তব্য, প্রতিবাদ এবং জনসমাবেশের অধিকার রক্ষা করা প্রশাসনের কর্তব্য, শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা নয়। দিল্লির রাস্তায় কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র কিংবা রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতিবাদকে তাই



বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখার সুযোগ নেই। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশকে রাজনৈতিক বিরোধিতার স্বাভাবিক অংশ হিসাবেই দেখতে হবে।

গণতন্ত্রের আসল পরীক্ষা ভোটগ্রহণের দিনগুলিতে নয়, বরং শাসকের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের দিনটিতে। সংসদীয় ব্যবস্থায় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের অপরিহার্য অঙ্গ: সরকারকে প্রশ্ন করা, তার জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরোধিতা করা, প্রতিবাদে পথে নেমে আসা এবং জনসমাবেশের মাধ্যমে মানুষের সমর্থন সংগঠিত করা। সেই অধিকার প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে কোনো সরকার দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের আসন্ন সমাবেশে কত মানুষ উপস্থিত হবেন, কী বক্তব্য গুরুত্ব পাবে কিংবা কতটা হবে তার রাজনৈতিক অভিঘাত— এসব নির্যারণ করবে জনতার অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক বিতর্ক। আগাম নিষেধাজ্ঞা, বাজারের ক্ষতির আশঙ্কা কিংবা ইতিহাসের ক্ষতকে রাজনৈতিক ঢাল করে

সেই বিচারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হল সস্তা মাতব্বরী।

শাহের বৈঠক কিংবা শাসক দলের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলতেই পারে, একইসঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সম্মান এবং রক্ষা করাও জরুরি। রাষ্ট্র কোনও দলের সম্পত্তি নয়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ারও নয় পুলিশ। গণতন্ত্রের শক্তি বিরোধী কর্তৃক স্তব্ধ করার মধ্যে নয়, বরং সুযুক্তি ও উপযুক্ত জবাবসহ সেই বক্তৃষ্ঠের মুখোমুখি দাঁড়ানোরই মধ্যে। এখানেই একটা জিজ্ঞাসা।

অরুণাচল প্রদেশের একাধিক স্থানে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-এর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর সংঘাত বা ‘ফেস-অফ’ ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে সেই টানাপোড়েন এখনও অব্যাহত। ইন্দো-টিবেটিয়ান বডার পুলিশের ডিজি শত্রুজিৎ কাপুর জানিয়েছেন, দুর্গম উচ্চতায় মোতায়েন আইটিবিপি-এর নবগঠিত এলিট ‘শৌর্য কম্যান্ডো’ বাহিনী এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসামান্য বীরত্ব দেখিয়ে চীনা অনুপ্রবেশ প্রতিহত করেছে। গত মাসের ব্রিকস সম্মেলনে চীনা প্রেসিডেন্ট জি জিনপিংয়ের সঙ্গে ফোটাে তোলার জন্য মোদির আদিখ্যেতা আমরা দেখেছি। অথচ সেই জুলাই থেকেই অরুণাচলে দু’পক্ষের সংঘাত চলছে। ভারতের অভ্যন্তরে ৬-৭ কিলোমিটার ঢুকে তাঁবু খাটিয়ে দিবা রয়েছে চীনা সেনা। ২৬টি পট্টলিগ পয়েন্ট নাকি ভারতের হাতছাড়া। সরকার এতদিন সব

জেনেও চুপ। কেন এই নীরবতা? যে সরকার বিরোধী কর্তৃক চেপে দেওয়ার ব্যাপারে এত তৎপর, সেই সরকার সীমান্ত সমস্যা নিয়ে কেন এত নিক্রিয়? চিনের এই আগ্রাসন নীতি নতুন কিছু নয়। ম্যাকমোহন লাইনকে না মেনে বেজিং বরাবরই অরুণাচলকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বা ‘জাংনান’ প্রদেশ বলে দাবি করে। সেই ২০১৭ থেকে অরুণাচলের বিভিন্ন এলাকার চীনা নাম প্রকাশ করছে তারা। শুধু তাই নয়, বছর দশেকের মধ্যে একাধিকবার ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ বা

অচলাবস্থা দেখা গিয়েছিল। ২০১৭ সালের ভারত-ভূটান সীমান্তের ডোকা লা নিয়ে প্রায় ৭৩ দিন ধরে টানাপোড়েন চলছিল। তবে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছিল ২০২২ সালের জুন মাসে পূর্ব লাডাখের গলওয়ানে। ১৫ জুন রাতে চিনের বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কর্নেল বি সন্তোষ বাবু সহ ২০ জন ভারতীয় জওয়ান শহিদ হন। অথচ, সেই ঘটনার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ‘কেউ আমাদের সীমান্তে প্রবেশ করেনি। কেউ আমাদের কোনও পোস্ট দখল করেনি।’

সরকারের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন করলেই রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা ডিপ স্টেটের টাকা ঢুকেছে বলে সরব হয় একাংশ। আর তার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয় বিজেপির আইটি সেল। অথচ, চিনের আগ্রাসন নিয়ে সরকার চুপ। কেন?

যে রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের কাছেই বাস্তব সংকট স্বীকার করতে ভয় পায়, সে রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হওয়ার নাটক করুক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থান দুর্বল হতে বাধ্য। এটুকু শুধু মনে করিয়ে দিলাম।

মদের বোতল নিয়ে ২ মহিলার উপর
হামলার অভিযোগ। লক্ষ্মীপুজোর
রাতে বেহালার গোপাল মিশ্র রোডের
ঘটনা। ঘটনার পর পর্ণশ্রী থানায়
অভিযোগ দায়ের

ঘূর্ণিঝড় অর্ণব বিশাখাপত্তনমে

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হওয়া গভীর নিম্নচাপটি অবশেষে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’ বিশাখাপত্তনমের উপকূলবর্তী এলাকায় ক্রমশ নিজের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। এর পরোক্ষ প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের পাশাপাশি ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গেও আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দুই রাজ্যেই জারি করা হয়েছে সতর্কতা। গত কয়েক ঘণ্টায় গতি বাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে ‘অর্ণব’। বর্তমানে এটি বিশাখাপত্তনম থেকে মাত্র কয়েকশো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। সমুদ্র

থেকে লাগাতার জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এর প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। উত্তাল হয়ে উঠছে সমুদ্র।

বৃধবার সকালে ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশের বাপটলা এবং বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী উপকূলে পৌঁছাবে এবং দুপুরের মধ্যে ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় ‘অর্ণব’-এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে, যা দমকা

দুর্যোগের আশঙ্কা রাজ্যেও



হাওয়া আকারে ১৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। স্থলভাগে প্রবেশের সময় ঝড়ের গতি থাকবে ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছে যেতে পারে ১৪০ কিলোমিটারেও।

অন্ধ্র উপকূলে আঘাত হানার পর ঘূর্ণিঝড়টি গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে কিছুটা বাঁক নিতে পারে। আর এই বাঁকের কারণেই বড়সড় দুর্যোগের প্রভাব পড়বে বাংলাতেও। মৎস্যজীবীদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা

হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ অঙ্ক উপকূলের দিকে হলেও এর লেজের ঝাপটা থেকে রেহাই পাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা জানিয়েছেন, ‘অর্ণব’-এর প্রভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকতে শুরু করেছে। এর ফলে, উপকূলের জেলাগুলি যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু পকেটে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে আকাশ মূলত মেঘলা

থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দফায় দফায় বৃষ্টি হতে পারে। উপকূলবর্তী এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, যা সর্বোচ্চ ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। উপকূলের জেলাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। দিঘা, মন্দারমণি এবং বকখালির মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভবানীপুরে বহিরাগতদের দিয়ে নির্বাচন! স্বীকার শুভেন্দুর

সংবাদদাতা, হাওড়া : আগাপাশতলা সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ এসে নিজের ভোটে জেতার নেপথ্যে ৮ জন রাজস্থানি বিজেপি বিধায়কের অবদানের কথা স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সাঁতারগাছিতে রেলের একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে খুল্লাম-খুল্লাভাবে জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, রাজস্থানের ৮ জন বিজেপি বিধায়ক আমার হয়ে ভোটে কাজ করেছিলেন। তাই আমি জিতেছি। এই জন্য আমি রাজস্থানী মানুষদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু রেলের অনুষ্ঠানে এসে ভোটে তাঁর হয়ে বহিরাগত বিধায়কদের কাজ করার কথা প্রকাশ্যে বলায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন, বহিরাগতদের নিয়ে এসে যে উনি জিতেছেন সেকথা এদিন তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করে নিলেন। অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা।

মামার বাড়ি বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে মৃত্যু দুই বোনের

প্রতিবেদন: ছুটির দিনে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে মমাস্তিক পরিণতি। পুকুরের জলে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই নাবালিকা বোনের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত বাদু গুস্তিয়া এলাকায়। মৃতদের নাম সুমাইয়া খাতুন (১১) ও আফিফা পারভিন (১০)। সম্পর্কে তারা মামাতো-পিসতুতো বোন। সুমাইয়া চতুর্থ ও আফিফা পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। একজনের বাড়ি স্থানীয় খড়িবাড়িতে, অন্যজনের গুস্তিয়া তালপুকুরে। এই ঘটনায় পরিবারসহ গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত দুই নাবালিকা বোন সম্প্রতি গুস্তিয়া এলাকায় তাদের মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের অলঙ্কৃত বাড়ির বাকি শিশুদের সাথে খেলতে খেলতে তারা স্থানীয় একটি পুকুরের ধারে চলে যায়। খেলতে খেলতেই আচমকা দুই বোন পুকুরের গভীর জলে তলিয়ে যায়। মৃত দুই নাবালিকা বোন সম্প্রতি গুস্তিয়া এলাকায় তাদের মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের অলঙ্কৃত বাড়ির বাকি শিশুদের সাথে খেলতে খেলতে তারা স্থানীয় একটি পুকুরের ধারে চলে যায়। খেলতে খেলতেই আচমকা দুই বোন পুকুরের গভীর জলে তলিয়ে যায়। বেশ কিছু সময় ধরে তাদের দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। খেলার সাথী অন্য শিশুদের কাছ থেকে জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে তল্লাশি চালান। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পুকুর থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দুই বোনকে উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা দু’জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সাঁতার না জানার কারণেই গভীর জলে পড়ে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দত্তপুকুর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। একটি আনন্দভ্রমণ কীভাবে নিমেষের মধ্যে এমন মমাস্তিক দুর্ঘটনায় পরিণত হল, তা ভেবেই দিশেহারা পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আর কত সিট গঠন করবে জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত হয়েছে বিজেপির বাংলা

প্রতিবেদন : আর কত ধর্ষণ হবে? আর কত রক্ত চাই? আর কত সিট গঠন করতে হবে? বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ৬ মাসেই জঙ্গলে রাজত্বে পরিণত হয়েছে বাংলা। রাজ্যে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই। বিজেপির প্রশাসনকে এবার জবাবদিহি করতে হবে। মহিলা ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে আর কত অপরাধ ঘটবে বাংলায়? রবিবার গাইঘাটায় একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ খুনের পর বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই বারুইপুর থেকে শুরু। তারপর দুগাপুর থেকে বেহালা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ—একের পর এক ঘটে চলেছে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা। ভোট চুরি করে জেতার পর বড়াই করে বিজেপি বলেছিল, ভয়ে আউট ভরসা ইন। কিন্তু কোথায় কী? অপরাধের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে বাংলা। অন্যান্য বিজেপি রাজ্যের মতোই বাংলাতেও ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে নারী নির্যাতন। আবার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায়। বিজেপিকে আঘাত নিয়ে সোমবার সমাজ মাধ্যমে তৃণমূল জানিয়েছে, গাইঘাটায় আরও একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেল। আরও একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। ঝরে গেল আরও একটি তরুণ তরতাজা প্রাণ। বিজেপির জমানায় মহিলা ও কন্যাশিশুরা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। সঙ্কম চলে যাচ্ছে এমনকী জীবনও দিতে হচ্ছে তাদের। আইন শৃঙ্খলার কোনও বালাই নেই। তখন জবাবদিহি তো করতেই হবে বিজেপিকে। তৃণমূলের সাফ কথা, মহিলা ও কন্যাশিশুরা যদি ভয়ের মধ্যে বাস করে এবং

পরিবারগুলো যদি কেবল ন্যায়বিচারের খুঁজে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তবে বিজেপির স্লোগানগুলোর কোনও অর্থ থাকে কি?

শনিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানা এলাকায় একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন খুন করা হয়। বাড়ির অদূরেই এক জলসা দেখতে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। রাতে তার কাছে একটি ফোন আসার পরে জলসা থেকে বেরিয়ে যায় সে। তারপর সারারাত আর বাড়ি ফেরেনি। রবিবার সকালে এক প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় ওই ছাত্রীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২৩ বছরের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এখানেই কি পুলিশ প্রশাসনের সব দায়িত্ব শেষ? রাজ্য আজ কেন নরকে পরিণত? কেন রাজ্যের মানুষ এই স্বল্পদিনেই সরকারকে ভরসা করতে পারছে না? জবাব দেবে না বিজেপি?

বনগাঁ পুলিশ জেলার সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত জানান, রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ গাইঘাটা থানায় খবর আসে, এলাকায় একটি মেয়ের দেহ পড়ে আছে। পুলিশ সেখানে যায়। পরিবারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, এটি ধর্ষণ, খুনের মামলা। তদন্ত চলছে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রশ্ন এখানেই। শুধু গ্রেফতার করেই কি দায়িত্ব শেষ? কেন বারবার হবে এ ধরনের ঘটনা? কেন বাংলার জনপদ আজ নিরাপদ নয় নারী ও কন্যাশিশুদের কাছে?



১৩৮তম বর্ষে আরআইসি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির লক্ষ্মী প্রতিমা। বরানগর, ১৫ নং ওয়ার্ড।

কোথায় প্রশাসন? গাঁজা খাওয়ার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত চারজন

সংবাদদাতা, কুলতলি: প্রশাসনের নজরদারি শিকেষ। তাই বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। ফলে দুষ্কৃতীদের হাতে হেনস্থা হচ্ছেন তারা। বাড়ির সামনে বসে গাঁজা খাওয়ার প্রতিবাদ করায় এক গৃহস্থের পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ উঠল। ভোজালি দিয়ে হামলার পাশাপাশি বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় একই পরিবারের চারজন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু’জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত জলাবেড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনাকে

কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ভিক্টর নামে এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে চার-পাঁচজন যুবক বসে গাঁজা খাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি দেখতে পেয়ে প্রতিবাদ জানান ভিক্টর। অভিযোগ, প্রতিবাদ করতই ওই যুবকরা তাঁর উপর চড়াও হন। শুরু হয় মারধর। এমনকী ভোজালি দিয়েও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ভিক্টরকে আক্রান্ত হতে দেখে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁদেরও মারধর করে। এই ঘটনায় ভিক্টর, তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের আরও দুই সদস্য, যাদের মধ্যে তাঁর দুই কাকাও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে, জখম হন।



২৭ অক্টোবর

২০২৬

মঙ্গলবার

27 October, 2026 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এয়ারপোর্ট-নিউ গড়িয়া মেট্রো রুটের
বেলেঘাটা থেকে আইটি সেক্টর পর্যন্ত
৩২ কিলোমিটার অংশের লাইনের
কাজ শেষ। এবার শুরু হবে
বৈদ্যুতিক কাজ। ২০১০ সালে এই
প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল

ডিলিমিটেশন বাতিলের আর্জি জানিয়ে মামলা

প্রতিবেদন : কলকাতা পুরসভার ডিলিমিটেশন বাতিল করতে হবে। এই আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। কলকাতার আসন পুনর্বিন্যাস একতরফা ও সামঞ্জস্যহীন, এমনই অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করার আবেদন জমা পড়ল। আগামী ২৮ অক্টোবর মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

কলকাতা পুরসভার সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কসবার এক বাসিন্দা। কলকাতা পুরসভার আসন সংখ্যা ১৪৪ থেকে বেড়ে ২০৯ করা হয়েছে। ৬৫টি অতিরিক্ত আসন বাড়ানো হয়েছে আসন



পুরভোটে। এই সীমানা বিন্যাসকে ‘যুক্তিহীন’ আখ্যা দিয়ে আসন বিন্যাস বাতিল করার দাবি তুলে মামলা করেছেন ওই বাসিন্দা। আইনজীবী শামীম আহমেদ এই আর্জি নিয়ে সোমবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিচারপতি আর্থ্যক দত্তের বক্ষে। এই প্রশ্নে মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়। ২৮ অক্টোবর মামলার শুনানি সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে, কলকাতা পুরসভার এই ডিলিমিটেশন নিয়ে তৃণমূল ও একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছে। বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই কি এই সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

ইছামতীর বুক অবাধে চলছে বালি-পাচার, কোথায় প্রশাসন

সংবাদদাতা, বসিরহাট : দিন-রাত এক করে ইছামতী নদীর বুক-চিরে দেদার বালি তোলা হলেও, স্থানীয় প্রশাসনের কোনও হেলদোলই নেই। প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বসিরহাটের সাধারণ মানুষ ও পরিবেশকর্মীরা। ইছামতী নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার কারবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্তমান সরকারের আমলে। সরকারি নিয়ম মেনে বালি উত্তোলন

হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গোপন সূত্রে অবৈধ বালি তোলার খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে চারটি বালিবোঝাই নৌকা এবং বিপুল পরিমাণ বালি বাজেয়াপ্ত করা হলেও এই কারবারের সঙ্গে কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, সে-বিষয়ে এখনও নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। আধুনিক যন্ত্র ও ড্রেজার ব্যবহার করে নদীর তলদেশ থেকে অতিরিক্ত বালি তোলার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ যেমন ব্যাহত



হচ্ছে, তেমনই তীব্র হচ্ছে ভাঙন-আতঙ্ক। ইতিমধ্যেই নদীর তীরবর্তী বেশ কিছু এলাকায় ফাটল দেখা দিয়েছে, যা বর্ষা বা ভরা কোটালের সময় বড়সড় বিপর্যয়ের রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, নদী থেকে অবৈধ বালি উত্তোলন রুখতে নিয়মিত নজরদারি কোথায়? কয়েকটি অভিযান ও বাজেয়াপ্তের মধ্যেই কি দায়িত্ব শেষ? নাকি এই কারবারের পিছনে থাকা মূল চক্রকে চিহ্নিত করে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে বালি-পাচার? এখন নজর পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপে।

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীর স্নীলতাহানিতে অভিযুক্ত পলাতক

সংবাদদাতা, হাওড়া: বাড়ির পাশে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়েই বিপত্তি। মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবতীকে হাত ধরে টেনে ছাদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এলাকারই এক যুবকের বিরুদ্ধে। বাধা দিতে গেলে যুবতীর পরিবারের সদস্যদের ছুরি দেখিয়ে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় হাওড়ার শিবপুরের শেখপাড়া এলাকায়। যুবতীর পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার সময় পাশের একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে আরও কয়েকজন যুবকের সঙ্গে উপস্থিত ছিল অভিযুক্ত। সেই সময় সুযোগ

বুঝে ওই যুবতীর হাত ধরে টেনে ছাদের সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। এমনকী, যুবতীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।



যুবতীর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন তাঁর দিদি। তিনি অভিযুক্তকে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি মাকে ডাকেন। মেয়েকে বাঁচাতে ছুটে এসে অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন তাঁর মা। পরিবারের অন্য সদস্যদের ডাকতে

যাওয়ার সময় অভিযুক্ত তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় বলে দাবি পরিবারের। অভিযোগ, এরপর পরিবারের এক আত্মীয়কে ছুরি নিয়ে তাড়া করে হুমকি দেয় অভিযুক্ত যুবক। পরিবারের আরও অভিযোগ, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এলাকায় মদ ও গাঁজা এবং মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পরই শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে যুবতীর পরিবার। যুবতীর মায়ের দাবি, অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তার খোঁজ চলছে।

স্বরূপনগরে ১৭ কোটি টাকা হাতিয়ে পলাতক জালিয়াত

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর: উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে চিটফান্ডের ছায়া। অভিযোগ, টাকা ডাবল করার টোপ দিয়ে দু’হাজার আমানতকারীর কাছ থেকে প্রায় ১৭ কোটি টাকা হাতিয়ে পলাতক এক জালিয়াত। সমস্ত সঞ্চয় খুইয়ে এখন পথে বসেছেন আমানতকারীরা। উপায় না দেখে স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আমানতকারীরা। পুলিশ তল্লাশিতে নেমেছে। অভিযোগ, কিছুদিন আগে স্বরূপনগর এলাকায় ‘আস্থা’ নামে একটি আর্থিক সংস্থা খোলে কয়েকজন। তারাই সাধারণ মানুষকে টাকা ডাবল করার লোভ দেখায়। সেই

লোভে পড়ে অনেকেই ওই সংস্থায় টাকা রাখেন। নিখারিত সময় পেরিয়ে গেলেও টাকা ফেরত পাননি তাঁরা। পরে এসে দেখেন সংস্থার অফিসেও তালা। নিখোঁজ সংস্থার কর্তৃপক্ষ। আমানতকারীদের অভিযোগ, তাঁদের কস্টার্জিত সঞ্চয় নিয়ে উধাও হয়েছেন সংস্থার কর্তারা। টাকা ফেরতের দাবিতে স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিতরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার ডাকবাংলা বাজার এলাকায় ২০২২ সালে আস্থা সংস্থা চালু হয়। অল্প সময়ে টাকা দ্বিগুণ

করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাকার বহু মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে তারা। আমানতকারীদের দাবি, প্রায় ২ হাজার মানুষের কাছ থেকে মোট ১৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। টাকা ফেরতের দাবিতে স্বরূপনগর থানার দ্বারস্থ হন আমানতকারীরা। তাঁদের দাবি, অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং টাকা ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সংস্থার কর্তৃপক্ষের খোঁজ মিলছে না বলেও অভিযোগ। সবমিলিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় আমানতকারীরা।

মামলা করল তৃণমূল কংগ্রেস

(প্রথম পাতার পর) নিয়োগ আইন সংশোধন করার পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বসেন জ্ঞানেশ কুমার। সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কেন্দ্রের বিজেপি- বিরোধী দলগুলি। এরপর ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর চালু করা হয়। এর ফলে বহু বৈধ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে। নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এই চক্রান্ত করা হয়েছিল বলে এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব ছিল তৃণমূল। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্ত একতরফা ভাবে নিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। বাকি ২ নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সাঙ্কু ও বিবেক জোশীর সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। একাধিকবার আপত্তি জানিয়ে ওই দুই নির্বাচন কমিশনার চিঠিও পাঠিয়েছেন বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়। এই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু করে বিরোধী শিবির। উত্তাল হয় দিল্লি। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সবাই সেই আন্দোলনে যোগ দেন। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস। জ্ঞানেশ কুমারের সিদ্ধান্তগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দলের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন সাংসদ দোলা সেন। মামলায় যুক্ত করা হয়েছে বাকি দুই কমিশনারকেও। এদিন আইনজীবী-সাংসদ মেনকা জানান, নির্বাচন কমিশনের কর্মপদ্ধতি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া-সহ বিভিন্ন প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এখনও সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের এসআইআর-সংক্রান্ত অন্য একটি মামলা বিচারাধীন। চলতি সপ্তাহে তারও শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আদালত জানিয়েছে, এসআইআর মামলার সঙ্গেই তৃণমূলের এই আবেদনটি জুড়ে দেওয়া হবে এবং একসঙ্গে দু’টি বিষয়ের শুনানি করা হবে।

জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

(প্রথম পাতার পর) কিন্তু এই মামলা তো একটা উপলক্ষ মাত্র। এহেন দলবদলের ঘটনা তো নিরন্তর ঘটে চলেছে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকদল বিজেপি জোর করে বিরোধীদের ভাঙাচ্ছে। ক্ষমতা কায়মে করার জন্য অপারেশন লোটাস থেকে শুরু করে হেন কাজ নেই যা বিজেপি করছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বা নোটিশ জারি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায় এই দলবদল এবং উপনির্বাচন নিয়ে কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনের কী অবস্থান। কেন দেশের মানুষের রায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন জনপ্রতিনিধিরা? রাজনৈতিক দলগুলিই বা কেন ক্ষমতায় থাকতে মানুষের রায়কে অবহেলা করবে? তারপর বারবার উপনির্বাচন। সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট, কর্ম নষ্ট। জনতার করের টাকায় রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বালখিল্যপনা নিয়ে দেশের সবেচি আদালতের এবার কিছু করা দরকার। সেই আঙ্গিকেও সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ যথার্থ। এই মামলার আবেদনে আইনজীবী কে সুখান জানিয়েছেন, বিধানসভার আসনটি কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। সেটি জনগণের, যাঁরা তাঁকে নির্বাচিত করে সেখানে পাঠিয়েছেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভোটই নাগরিকের একমাত্র কণ্ঠস্বর এবং তা পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদের জন্যই প্রদান করেন একজন ভোটার। তা হলে নাগরিকের সেই অধিকার কেন বারবার হরণ করা হয়! জরুরি কোনও কারণ ছাড়াই শুধু স্বার্থ চরিতার্থ করতে দলবদল কেন? একবার নির্বাচিত হলে সেই দলের হয়েই বিধায়ককে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এই নিয়ম বলবৎ হওয়া জরুরি। একজন বিধায়ক, সাংসদ বা কোনও জনপ্রতিনিধি তাঁর আসন ছেড়ে দেওয়ার অর্থ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি ও জনগণের বিশ্বাস ভেঙে দেওয়া। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির নিজের ইচ্ছামতো দলবদল করার অধিকার নেই। কারণ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধি। তাঁরা তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। তাই ইচ্ছামতো জনগণের বিশ্বাস ভেঙে ফেলা যাবে না। এবং তার মাশুল সাধারণ মানুষ কেন গুনবেন? সংবিধান কি আদৌ সেই অনুমতি দেয়? শীর্ষ আদালতের কাছে সেই প্রশ্নও তুলেছেন আবেদনকারী।

ইন্ডিয়ান সমাবেশে

(প্রথম পাতার পর) এর পর ১ তারিখে রামলীলা ময়দানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বৃহৎ জমায়েত করতে চাইছে ইন্ডিয়া জোট। এই সমাবেশকে ‘দিল্লি চলো’ কর্মসূচির পরিণতি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই এই কর্মসূচির আয়োজন। এই আন্দোলন কোনও একটি রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির জন্য নয় বরং দেশের নাগরিকদের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার রক্ষার জন্য। আগামী ১ নভেম্বরের সমাবেশে সেই বাতাই তুলে ধরতে চাইছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। এই সমাবেশে অন্তত ১০ লক্ষ মানুষের জমায়েত হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

বন দফতরের ব্যর্থতায় বক্রায় আনা বাঘিনি পালাল অসমে!

প্রতিবেদন : অনেক ঢাকটোল পিটিয়ে বিহার থেকে এক বাঘিনি এনে ছাড়া হয়েছিল বক্রায় জঙ্গলে। নজরদারির অভাবে, বন দফতরের অবহেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে আনা সেই বাঘিনি ভেগেছে অসমে। ফলে বক্রা ব্যাঘ্র-প্রকল্প আবার বাঘশূন্য। বিহারের বাঘ্মাকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে আনা বাঘিনি বনকর্মীদের ফাঁকি দিয়ে পাড়ি দিয়েছে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে। তিনদিন হয়ে গেল সে এখন অসমবাসী। ঘটনাটি সরকারের সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিয়ে বহু প্রশ্ন তুলে দিল। বন দফতর বারবার দাবি করেছে, বক্রায় বাঘের পর্যাপ্ত খাবার ও জল রয়েছে। বাঘিনি বক্রা ছেড়ে চলে যাওয়ায় সেই দাবিও প্রশ্নের মুখে। তাড়াহুড়ো করে বিহারের বাঘিনির পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গের প্রান্তসীমায়। তাতে অনেক কিছুই বন দফতরের নজরদারি ও বিবেচনার বাইরে থেকে গিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে প্রাণীটি প্রায় ৪০০ বর্গকিমি এলাকা ঘুরে ফেলেছে। বিহার থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে নিয়ে আসা হয়েছিল বাঘিনিটিকে। বাঘ্মাকির বাঘিনি টি



১৩৮-এর বক্রায় নাম হয় বিটিআর টিএফ-১। ২ অক্টোবর তাকে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। তিন সপ্তাহের মাথায় বক্রা আবার বাঘশূন্য হয়ে গেল। বন দফতরের একটা মহলের ধারণা, পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে বাঘিনি অন্য জঙ্গলে চলে গিয়েছে। কোনও জঙ্গলে দুটো বাঘিনি ও একটি বাঘ থাকাকে আদর্শ বলে মনে করা হয়। সেই মতো বক্রায় আরেকটি বাঘ আনার প্রস্তুতি চলছিল। বাঘিনি কেটে পড়ায় সেই পরিকল্পনাটি গেল ভেঙে। প্রশ্ন উঠেছে, বাঘিনি বা বাঘ—উভয়ের যখন সঙ্গী প্রয়োজন,

তাহলে শুধু বাঘিনিকে কেন আনা হল? বাঘিনি অসমের জঙ্গলের দিকে যখন যাচ্ছিল, তাকে আটকানোর চেষ্টা হল না কেন? অথচ বন দফতরের মতে, জঙ্গলে ছাড়ার পর প্রথম দেড় সপ্তাহে বক্রার ২৫ থেকে ৩০ বর্গকিমির মধ্যে ছিল তার ঘোরাফেরা। এরপর নতুন রাস্তা খুঁজতে থাকে। ইতিমধ্যে সে প্রায় ৪০০ বর্গকিমি ঘুরে ফেলেছে। বেশ কয়েকদিন অসম-বাংলা সীমানায় সংকোশ নদীর আশপাশেও ঘোরাঘুরি করেছিল। বাঘিনির গলায় রেডিও কলার পরানো ছিল। তারপরেও তাকে চিহ্নিত করে আটকানো গেল না কেন? এক বনকর্তা জানিয়েছেন, বাঘিনি কোনদিকে যাচ্ছে, সেটার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল বটে। তবে আটকানো ছিল মুশকিল। বন দফতরের সেই পরিকাঠামো নেই। বক্রার বনকর্মীদের একটি দল ইতিমধ্যে অসমে পৌঁছেছে। তবে এখনই বাঘিনিটিকে ফেরানো যাবে কিনা তিনি বলতে পারছেন না। জানিয়েছেন, বাঘিনিটি নিজেই ফিরে আসতে পারে বক্রায়। আপাতত কয়েকদিন নজরে রাখা হবে।

নকল সিগারেট ধরতে কোচবিহারে হায়দরাবাদের হানা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : নকল সিগারেট বিক্রির অভিযোগে কোচবিহার জেলার দুই গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অভিযান চালাল হায়দরাবাদ থেকে আসা একটি বিশেষ দল। কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজারের দুটি দোকান এবং দিনহাটার চওড়াহাট বাজারের একাধিক দোকানে তল্লাশি চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। আদালতের নির্দেশে পরিচালিত এই অভিযানে বেশ কিছু সিগারেটের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুই বাজারেই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।



■ সিগারেটের দোকানে হায়দরাবাদের বিশেষ দল।

জানা গিয়েছে, একটি নামী সিগারেট প্রস্তুতকারী সংস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দরাবাদের একটি আদালত তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশের পরেই আইনজীবীদের নেতৃত্বে বিশেষ দলটি কোচবিহারে এসে অভিযান

শুরু করে। ভবানীগঞ্জ বাজারে প্রথমে কয়েকটি দোকানে তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে বেশ কিছু প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর। নকল সিগারেটের কারবারের অভিযোগ কতটা সত্যি, কোন কোন দোকানে এই ধরনের পণ্য বিক্রি হচ্ছিল এবং সিগারেটগুলি কোথা থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে

শুরু করে। ভবানীগঞ্জ বাজারে নিজের দোকানে অভিযান প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী নিতাই দাস জানান, তিনি হকারদের কাছ থেকে সিগারেট কিনে বিক্রি করেন। কেনা সিগারেটগুলি নকল কি না, সে বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না। একই অভিযোগে দিনহাটার চওড়াহাট বাজারেও অভিযান চালানো হয়। সেখানেও বেশ কিছু সিগারেটের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই দিনে কোচবিহার শহর এবং দিনহাটার বাজারে অভিযান হওয়ায় সিগারেটের সরবরাহ এবং প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খুচরো ব্যবসায়ীরা সাধারণত বিভিন্ন সরবরাহকারী বা হকারদের কাছ থেকে পণ্য কিনে বিক্রি করেন। সেই পণ্যের উৎস, সরবরাহকারীর পরিচয় এবং প্যাকেটের সত্যতা যাচাইয়ের বিষয়গুলি এই ঘটনার পর আলোচনায় উঠে এসেছে।

রংধামালিতে চরের কৃষিজমি দখলের চেষ্টা বিজেপির

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ির রংধামালি এলাকায় চরের কৃষিজমিতে দলীয় পতাকা পুঁতে জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠল একদল যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা কৃষকরা সোমবার একজোট হয়ে স্থানীয় বিধায়ক দীনেশ সরকারের পাহাড়পুরের বাসভবনে গিয়ে বিস্তারিত অভিযোগ জানান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার বহু কৃষক দীর্ঘদিন ধরে আইনগত প্রক্রিয়া ও লিজের মাধ্যমে চরের জমিতে



■ চরের জমিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে বিজেপির পতাকা।

চাষাবাদ করে আসছেন। এই জমির উৎপাদিত ফসল বিক্রি করেই চলে তাঁদের সংসার। কৃষকদের অভিযোগ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাঁদের দুর্দশা বেড়েছে। বিজেপির পতাকা হাতে একদল দুষ্কৃতি তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি, কারও ১৫ বিঘা, কারও আবার ২০ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমি রয়েছে চরে। সোমবার আকস্মিকভাবে একদল যুবক নিজেদের বিজেপির নেতা-কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ওই জমিগুলি দখলের চেষ্টা চালায় এবং জমিতে দলীয় পতাকা পুঁতে দেয়।

বিধ্বংসী আগুনে ইসলামপুরে সর্বস্ব খোয়াল ৮টি পরিবার

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে নিমেষের মধ্যে সর্বস্ব হারাল আটটি পরিবার। সোমবার দুপুরের ঘটনা, ইসলামপুর থানার অন্তর্গত আগড়িমটিখুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙামালি বুথের ভাগমোহা গ্রামে। আগুনে আটটি পরিবারের বসতবাড়ি, মূল্যবান আসবাবপত্র এবং গবাদি পশু পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর নাগাদ ভাগমোহা গ্রামের একটি বাড়ি থেকে হঠাৎ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাতাসের কারণে আগুন দ্রুত পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে স্থানীয়দের অনুমান, নিকটবর্তী আবর্জনার স্তুপ থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত।



স্থানীয়রা প্রথমে পাম্প সেট চালিয়ে আগুন নেভানোর আশ্রয় চেষ্টা শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশে। পরে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে গ্রামবাসীদের সহায়তায় বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ঘর থেকে কোনও জিনিসপত্র বের করার সুযোগ পাননি দুর্গতরা। গবাদি পশু থেকে শুরু করে সারা জীবনের সম্বল পুড়ে যাওয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। কামায় ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এক বাসিন্দা বলেন, চোখের সামনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পরনের কাপড়টুকু ছাড়া আর কিছুই বাঁচাতে পারলাম না। সরকারের কাছে হাত জোড় করে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন এবং সরকারি ত্রাণের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয়রা।

চাপে পড়ে পুলিশি অভিযান ডাকাতির অভিযোগে ধৃত ২



সংবাদদাতা, হেমতাবাদ : এলাকায় ডাকাতি খুব বেড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় মানুষজন এবং ব্যবসায়ীরা পুলিশের ভূমিকায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁরা পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। তার জেরেই অভিযানে নামতে বাধ্য হল পুলিশ। ডাকাতি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে দু'জন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। রবিবার রাতে হেমতাবাদ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। সোমবার দুপুরে ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সাইদুল রহমান (৪৫) এবং মহম্মদ আশ্বার। এদের মধ্যে সাইদুল রহমানের বাড়ি হেমতাবাদ ব্লকের পশ্চিম গুঠিন এলাকায় এবং মোহাম্মদ আশ্বারের বাড়ি রামপুর এলাকায়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাতে হেমতাবাদ থানার একটি বিশেষ দল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালায়। এরপরই ওই দু'জনকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অতীতে ঘটে যাওয়া একাধিক ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে ধৃতদের ঠিক কী ধরনের যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। জেরার মুখে আরও বড় কোনও চক্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।



সরকার মদ বন্ধের কথা বললেও পুজোয় এবার ঝাড়গ্রামে রেকর্ড বিক্রি



প্রতিবেদন : বর্তমান সরকার মদ বিক্রিতে লাগাম টানার কথা বলেছিল। তাই অষ্টমীতে মদের দোকান বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবুও পুজোয় দেদার মদ বিক্রি বন্ধ করা গেল না। এর আগে জানা গিয়েছিল পুজোয় পূর্ব মেদিনীপুরে কোটি কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। এবার জানা গেল ঝাড়গ্রামও পিছিয়ে নেই। পুজোর পাঁচ দিনে ঝাড়গ্রামে ছয় কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৫৫ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। আগে কোনও দিনও ঝাড়গ্রামে এত টাকার মদ বিক্রি হয়নি। জেলা আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত বিলিতি মদ বিক্রি হয়েছে ৪৯ হাজার ১৬৫ লিটার। দেশি মদ বিক্রি হয়েছে ১৪ হাজার ১৩৫ লিটার। বিয়ার বিক্রি হয়েছে ২৬ হাজার ৮৬২ লিটার। অষ্টমীর দিন মদের দোকান বন্ধ থাকায় ও এবছর দুদিন মদের ছিল তাই ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোর প্রত্যেক দিন গড়ে এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকার উপর মদ বিক্রি হয়েছে। সরকারি কোষাগারে বিপুল রাজস্ব আদায় হয়েছে। জেলা আবগারি দফতর সূত্রে খবর, এ বছর পুজোয় ছয় কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। জানা গিয়েছে, এবার দেশি ও বিলিতি মদ বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে। জানা গিয়েছে, জেলার ৪২টি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানে সুরাপ্রেমীদের লম্বা লাইন পড়েছিল। সপ্তমী থেকে দশমীতে বিক্রি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বাইরে থেকে আসা পর্যটকরাও লাইন দিয়ে মদ কিনেছেন বলে জানিয়েছেন লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানের মালিকরা। পাশাপাশি বিয়ারও ভাল পরিমাণ বিক্রি হয়েছে।

খনিতে আটকে ১২ শ্রমিক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : খনির ডুলিতে আটকে ১২ জন খনি শ্রমিক। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা আটকে রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ঘটনাকে ঘিরে চরম আতঙ্ক ও শোরগোল ছড়িয়েছে পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি কোলিয়ারিতে। শ্রমিকদের উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেছে খনি কর্তৃপক্ষ। তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে শ্রমিকেরা আটকে থাকায় তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ফের প্রশ্নের মুখে খনি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ। সূত্রের খবর, খনির ভিতরে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত ডুলিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ায় এই বিপত্তি। তার জেরেই প্রায় ১২ জন শ্রমিক আটকে পড়েন বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে খনি চত্বরে। আটকে থাকা শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা কেমন, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে উৎকণ্ঠা। তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। এই ঘটনায় ফের সামনে এসেছে শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্ন।

নদিয়ায় গৃহবধূকে ধর্ষণ, খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, নদিয়া : দেবীপক্ষে যেখানে মহামায়া দুর্গার আরাধনা করছে আপামর জেলাবাসী। সেখানে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণের মতো ঘটনা। সূত্রের খবর ফাঁকা বাড়িতে গৃহবধূকে একা পেয়ে প্রথমে তাকে ধর্ষণ ও পরে প্রাণে মারার চেষ্টা করল স্থানীয় এক যুবক। যিনি আবার এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। নিযাতিতার কথায়, এলাকার একাদশীর দিন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটো নাগাদ মদ্যপ অবস্থায় ওই গৃহবধূর বাড়িতে পাঁচিল টপকে ঢোকে, তাঁকে একা পেয়ে

প্রথমে ধর্ষণ করে। এরপর অভিযুক্ত তাঁর বাড়ির লোকজন নিয়ে ওই গৃহবধূর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে মারধর করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে বলেই জানা গিয়েছে। নিযাতিতা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত সুদীপ সরকারের প্রায় দশ বছর আগে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে বলপূর্বক বাধ্য করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হতে, বিয়ের পরেও এই জোরজবস্তি চালিয়ে যান কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো খুন করার ভয় দেখিয়ে, কখনো স্বামী বা পুত্রকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে, কয়েক বছর ধরে সুদীপ সরকার বারংবার



নিযাতিতাকে ব্ল্যাকমেল শারীরিক নিযাতিন ও মানসিক অত্যাচারের করে চলেছে। ঘটনার দিন তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা হলে শাশুড়ি এসে বাঁচায়, তারপর ওই মহিলা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে

পড়লে নিযাতিতাকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাড়া পেয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নিযাতিতার কথায়, সুদীপ সরকার এলাকায় বিজেপির মান্তন কর্মী রূপে পরিচিত, বকলমে অনেকেই জানিয়েছেন, স্থানীয়ভাবে দাদাগিরি করা কিংবা বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানো এসবই কাজ করে থাকেন সুদীপ। নিযাতিতার পরিবারের তরফে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।

কিশোরীকে আটকে নিযাতিন

প্রতিবেদন : ফোনে থাকা ব্যক্তিগত ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ। ১৩ বছরের নাবালিকাকে আটকে রেখে শারীরিক নিযাতিনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ওই কিশোরীর পরিবার থানায় দ্বারস্থ হয়েছিল। সোমবার কৃষ্ণনগর থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুরের। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত যুবকের নাম সুদীপ ব্যাপারী। বাড়ি রানাঘাটের জিরাটপাড়ায়। নাবালিকার মায়ের কথায়, আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সুদীপের সঙ্গে মেয়ের পরিচয় হয়েছিল। এরপর মোবাইল ফোনে থাকা একটি ব্যক্তিগত ছবি নিয়ে বারবার চলতে থাকে ব্ল্যাকমেল। গত ২১ তারিখ ওই ব্ল্যাকমেলের কারণে মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরিবারের কথায়, মেয়ে বাড়ির বাইরে গেলে তাকে জোর করে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। দিন কয়েক খোঁজখবর করলেও মেয়ের সন্ধান মেলেনি। শেষপর্যন্ত ২৪ তারিখ রাতে শান্তিপুর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন কিশোরীর পরিবার। পুলিশ তদন্তে নামে। অবশেষে, কৃষ্ণনগর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। যদিও অভিযুক্ত যুবকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরিবারের কথায়, ব্ল্যাকমেল করে মেয়েকে আটকে রেখে নিযাতিন চালানো হয়েছে। পুলিশ সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখছে। নাবালিকাকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কোথায়, কেন তাকে আটকে রাখা হল? সেই তদন্ত শুরু হয়েছে। শারীরিক নিযাতিনের অভিযোগ কতটা সত্য? সেই বিষয়ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে খুন বাংলার যুবক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সংসারের হাল ধরতে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়েই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল দুর্গাপুরের এক যুবকের। শনিবার মুম্বই পুলিশের ফোনে যুবকের মৃত্যুর খবর পেতেই শোরগোল পড়ে যায় কাঁকসার বিরুডিহা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম বিশ্ব দে (২০)। তবে এই মৃত্যুকে নিছক আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ তাঁর পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, আত্মহত্যা নয়, বিশ্বকে খুন করে বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই অভিযোগকে ঘিরেই দানা বেঁধেছে রহস্য। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের আগে মুম্বইয়ের বরেলি এলাকায় ঠিকা শ্রমিকের

কাজে গিয়েছিলেন বিশ্ব। শনিবার আচমকাই মুম্বই পুলিশের ফোন আসে পরিবারের কাছে। জানানো হয়, বিশ্বের বুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মাত্র ২০ বছরের যুবকের এমন মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। কীভাবে মৃত্যু হল তাঁর? ঠিক কী ঘটেছিল মুম্বইয়ে? সেই প্রশ্নই এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে পরিবারকে। অন্যদিকে, বিশ্বের দেহের ছবি দেখেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। তাঁদের অভিযোগ, ছবিতে যে পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে, তাতে আত্মহত্যার তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বরং বিশ্বকে খুন করে বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।



■ পূর্ব বর্ধমানের মুড়গ্রামের শ্রীদুর্গা মাতৃসংঘের লক্ষ্মী পূজো। পূজো উপলক্ষে গ্রামে বসে মেলা। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে এলাকা।

লক্ষ্মী নয়, জঙ্গলমহলের কিছু মানুষ মাতেন আভড়াপুণেই উৎসবে

প্রতিবেদন : অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মঙ্গলকামনায় বাড়ির মা-ঠাকুমা এই ব্রত পালন করেন। কোজাগরীতে সব বাড়িতে লক্ষ্মীপূজো হলেও জঙ্গলমহলের একাংশ সুবর্ণরেখার নদীর দুই তীরে এই উৎসবে মেতে ওঠেন। দুদিন ধরে পালিত হয় আভড়াপুণেই উৎসব। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায়, বিশেষ করে সুবর্ণরেখার দুই তীরে এই উৎসবের আর এক নাম অবুঢ়া ব্রত। লোকসংস্কৃতি গবেষকদের দাবি, ওড়িশার কুমার পূর্ণিমার ছায়া আছে আভড়াপুণেই উৎসবে। অবিবাহিত সন্তানরা যাতে ভবিষ্যতে ভাল জীবনসঙ্গী পায়, মূলত সেই কামনাই করেন তাঁরা। এই ব্রত উদযাপনে বাড়িতে পিঠে, পায়ের, লুচি, সুজি, ক্ষীর থেকে শুরু করে নানা নিরামিষ পদ রান্না করা বাধ্যতামূলক। জানা গিয়েছে, বাড়িতে



এই দিনে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের ভুজা অর্থাৎ মুড়ি বারণ। মুড়ি খেলে এই ব্রত নষ্ট হয়ে যায়। স্নান করার পরে নতুন পোশাক ও লাল ঘুনশি কোমরে পরিয়ে দেওয়া হয়। মা-ঠাকুমা সন্তানের কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে দেন এবং কানে ফুল লাগিয়ে দেন। আবার বয়সে একটু বড় অনেক অবিবাহিত তরুণ বা তরুণী নিজেরাই ভাল স্বামী, স্ত্রী পাওয়ার লক্ষ্যে সারাদিন উপবাস থেকে এই ব্রত পালন করেন। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী পাওয়াই এই ব্রতের মূল লক্ষ্য। চাঁদ ওঠার পরে তুলসী গাছে জল ঢেলে এই ব্রত শেষ হয়। এ নিয়ে প্রচলিত আছে অনেক লোককথাও। জানা গিয়েছে, চলতি বছর পূর্ণিমা দুদিন থাকায় দুদিন ধরে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

লক্ষ্মীপুজোর রাতেও বেপরোয়া
গতির দাপট। দুর্গাপুরে নিয়ন্ত্রণ
হারিয়ে লোহার রেলিংয়ে সজোরে
ধাক্কা মারে বাইক। মারা যান
বাইক আরোহী। মৃতের নাম
সম্রাট বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩)

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে বিজেপি পড়ুয়াদের থেকে টাকা আদায় করছে

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পরেই সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এবার যা হল তা জানলে চমকে যেতে হবে। জানা গেছে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের এ বছরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জোর করে চাঁদা আদায় করছে বিজেপি নেতারা। জানা গিয়েছে, দুদিনের কলেজ ফেস্টের জন্য প্রথম বর্ষের এমবিবিএস পড়ুয়াদের কাছে ৫৫০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে আর এস এসএসের চিকিৎসক সংগঠন ন্যাশনাল মেডিকস অগনাইজেশনের (এন এম ও) নাম ব্যবহার করে পড়ুয়াদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ জানালে



হেনস্থার শিকার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন এক পড়ুয়া। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে প্রথম বর্ষের চিকিৎসক পড়ুয়া লিখেছেন, ইতিমধ্যেই বইপত্র, হাডের সেট-সহ পড়াশোনার জন্য প্রচুর টাকা

খরচ হয়েছে। এর উপর মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে ঘর না পাওয়ায় প্রতি মাসে ৪৫০০ টাকা ভাড়া দিয়ে বাইরে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ফেস্টের জন্য এত টাকা দিতে তাঁর মতো অনেক পড়ুয়াই আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। পোস্টে ওই পড়ুয়া আরও বলেছেন, ফেস্টের চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে কয়েক জন সিনিয়র এন এম ও-র নাম ব্যবহার করে পড়ুয়াদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। পড়ুয়ার বক্তব্য, এন এম ও একটি অরাজনৈতিক সংগঠন বলেই জানি। কিন্তু সেই সংগঠনের লোকজন পড়ুয়াদের ভয় দেখাচ্ছে বা টাকা দিতে বাধ্য করছে।

ভুল চিকিৎসায় মৃত সন্তানের মাকে দেওয়া হচ্ছে হুমকি, কুপ্রস্তাব

প্রতিবেদন : বিজেপির গুন্ডাগিরি অব্যাহত। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসায় হারিয়েছেন সন্তানকে। এখন জানা যাচ্ছে, সেই সন্তানহারা মাকে কখনও মামলা তুলে নিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনও দেওয়া হচ্ছে কুপ্রস্তাব। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটি কোরাপশন বিভাগের লোক পরিচয় দিয়ে করা হচ্ছে উত্যক্ত।

বর্ধমান

গত ২ সেপ্টেম্বর বর্ধমানের লাইফ কেয়ার নার্সিংহোমে ফাইমোসিস অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে মৃত্যু হয় ৪ বছরের অরুণ্য রায়ের। সেই ঘটনার তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অস্ত্রোপচারকারী শেখ সাইদুল ছিলেন ভুলো চিকিৎসক। সঙ্গে আরও কিছু ভুলো চিকিৎসকের হৃদিস সামনে আসে। শুধু তাই নয়, নার্সিংহোমের দুই কর্ণধার-সহ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়। এত ঘটনার পর ধরা পড়ে ভুলো চিকিৎসক সাইদুল। গ্রেফতার করা হয় ওই অস্ত্রোপচারের সময় থাকা অ্যানাস্থেসিস্ট বনোজকুমার দে-কেও। এখন জানা যাচ্ছে, একের পর এক প্রভাবশালী গ্রেফতার হতেই নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে শিশুটির মা শিল্পাদেবীকে। ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ কুপ্রস্তাব দিচ্ছেন। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটি কোরাপশন বিভাগের লোকও তাঁকে বিভ্রান্ত করছে। এই সব বিষয় পুরোটাই পুলিশকে জানিয়েছেন শিল্পা।

মত্ত অবস্থায় নার্সকে খুনের হুমকি, ধৃত যুবক

প্রতিবেদন : মত্ত অবস্থায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকে নার্সকে ধর্ষণ-খুনের হুমকি। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া ২ ব্লকের এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। জানা গেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবজাত ও প্রসূতি কক্ষে জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করেন যুবক শেখ রহিমুদ্দিন। কর্তব্যরত নার্স তাতে বাধা দিলে ওই ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ-খুনের হুমকি দেন। ঘটনায় ইতিমধ্যে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছিল গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। সেদিন সন্ধ্য সাড়ে ৭টা নাগাদ রহিমুদ্দিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রসূতি কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করেন। স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মুগালকান্তি রজকের কথায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি মত্ত অবস্থায় ছিলেন। প্রসূতি কক্ষে ভর্তি থাকা মহিলাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রহিমুদ্দিনকে সেখানে প্রবেশে বাধা দেন কর্তব্যরত নার্স। ঠিক তখনই নার্সকে ধর্ষণ-খুনের হুমকি দেন রহিমুদ্দিন। তাঁকে রাস্তায় দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন। ঘটনার খবর জানার পরেই ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার তাঁকে পুরুলিয়া আদালতে হাজির করানো হলে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।



পুরসভার মহিলা কাউন্সিলরদের শ্রীলতাহানি বিজেপি নেতাদের

প্রতিবেদন : সরকারি জমি জবরদখল করে পতাকা লাগানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুবুড়ার নদিয়ার তাহেরপুরে। বাধা দিতে যাওয়ায় পুরসভার চেয়ারম্যান এবং একাধিক মহিলা কাউন্সিলরকে মারধর ও শ্রীলতাহানি করেন বিজেপি কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাহেরপুর থানা এলাকার ঠিক পাশেই রাস্তার ধারে একটি সরকারি জমি রয়েছে। শনিবার রাতে আচমকাই সেই জমি দখল করে সেখানে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু জমিটি তাহেরপুর পুরসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত, তাই খবর পেয়ে রবিবার সকালে পুরসভার চেয়ারম্যান ও বেশ কয়েকজন মহিলা কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে যান। পুর প্রধান ও কাউন্সিলররা প্রশ্ন তোলেন, পুরসভার অনুমতি ছাড়া কী করে সরকারি জমিতে এই ধরনের জবরদখল চালানো হচ্ছে? জানা গিয়েছে, পুরসভাটি সিপিএমের



তাহেরপুর

দখলে। ফলে তাদের কথায়, রাজ্যে একমাত্র তাহেরপুর পুরসভাটিই তাদের দখলে রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং গায়ের জোর দেখাতেই বিজেপি এই কাজ করেছে বলে জানায় তারা। তাদের কথায়, চেয়ারম্যানকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং মহিলা কাউন্সিলরদের মারধর ও শ্রীলতাহানি করা হয়। এই ঘটনার পরেই তাহেরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুরকর্তৃপক্ষ। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। পুরো ঘটনাটির তদন্ত করা হচ্ছে।

রাজ্যে ফের চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশুমৃত্যু

প্রতিবেদন : ফের চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশুমৃত্যু। গত পাঁচ মাস ধরে একের পর এক শিশুমৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এই কাণ্ড ঘটছে। সমালোচনা চলছে। তবু এই ঘটনা আটকানো যাচ্ছে না। এবার জানা গিয়েছে, প্রসবের জন্য বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এক অন্তঃসত্ত্বাকে। পরিবারের কথায়, নির্ধারিত দিনে অস্ত্রোপচার না করে পরের দিন সিজার করা হয়। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সদ্যোজাত কন্যাকে পাঠানো হয় মর্শিদাবাদের ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শিশুটির। চিকিৎসায় গাফিলতির কথা তুলে ডোমকলের ওই বেসরকারি হাসপাতালের



ডোমকল

বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মৃত শিশুর পরিবার। মৃত শিশুর বাবা তাজিউদ্দিন শেখের বাড়ি সাগরপাড়া থানার সাহেবনগর এলাকায়। তিনি জানিয়েছেন, গত ২৩ অক্টোবর চিকিৎসক সৌমেন সাহার পরামর্শে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্ত্রী আয়েশা সুলতানাকে ভর্তি করানো হয়। ওই দিন

সন্ধ্য সাতটায় অস্ত্রোপচার করার কথা জানানো হয়েছিল। পরে সময় পিছিয়ে সেটা রাত নটা করা হয়। তাঁর কথায়, স্ত্রীর সিজার করা হয় ২৪ অক্টোবর সকাল আটটা নাগাদ। তিনি বলেছেন, তার জন্যই গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। তারপরে সদ্যোজাতকে পরিবারের হাতে তুলে না দিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখার কথা জানানো হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। তাজিউদ্দিন আরও বলেছেন, প্রথমে কিছু জানানো হয়নি। পরে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, শিশুটির ফুসফুসে আঘাত লেগেছে। মস্তিষ্কে অক্সিজেন যাচ্ছে না। তাঁর সংযোজন, চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই আমার সন্তানকে হারাতে হয়েছে। ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

আগুনে পুড়ে গেল বাস স্ট্যান্ডে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে সব মালিকরা

প্রতিবেদন : দাঁড়িয়ে থাকা দুটি খালি বাসে আগুন লেগে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে। আগুনে দুটি বাস পুড়ে গিয়েছে। অন্য একটি বাসের সামান্য ক্ষতি হয়েছে।



প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, লক্ষ্মীপুজোর কারণে রবিবার রাতে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে গুনশানই ছিল। অনেক বাসচালক এবং খালি বাসে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময়ে হঠাৎই দুটি বাস দাঁড় দাঁড় করে জ্বলে উঠতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। দাঁড় দাঁড় করে আগুন জ্বলতে থাকে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। এদিকে, আগুন লেগে যাওয়ার ভয়ে তড়িঘড়ি চালকরা বাকি বাসগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। তবে, তার মধ্যেও অন্য একটি বাসে আগুন লেগে সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর দেওয়া হয় দমকল এবং পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার পুলিশও। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। তবে আগুনে কেউ হতাহত হননি। এদিকে, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে কোনও নিরাপত্তা নেই বলে জানিয়েছেন বাস মালিকরা। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাসের মালিক বলেন, বাসস্ট্যান্ডে কোনও নিরাপত্তা নেই। বাসস্ট্যান্ডের কোথাও সিসি ক্যামেরাও নেই।

বাবার এক ঘুসিতে ছেলের মৃত্যু

প্রতিবেদন : নদিয়ার হবিবপুর মাঠপাড়ায় বাড়িতে ১৮ বছরের এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। মৃতের নাম রবি পাল। তাঁর বাবা চন্দন পালের বিরুদ্ধে ছেলেকে মারধরের অভিযোগ তুলে সরব স্থানীয়রা। স্থানীয় প্রতিবেশীদের দাবি, সোমবার ভোরে বাবা ও ছেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলাকালীন চন্দন পালকে ছেলের দিকে তেড়ে গিয়ে ঘুসি মারতে দেখেন। এরপর তাঁর বাবা সেখান থেকে চলে যান। কিছুক্ষণ পরে বাড়িতে হুইচই শুনে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে রবিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে রানাঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাবা চন্দন পালকে পুলিশ আটক করেছে।

দিল্লিতে আবার বাড়ি-বিপর্যয়। রবিবার রাতে মিলন গার্ডেন এলাকায় ভেঙে পড়ল এক নির্মাণমাণ দোতলা বাড়ি। সোমবার সকালে ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে উদ্ধার করা হল বাবা চন্দ্রপাল(৬০) এবং ছেলে বিজয় কুমারের(৩৩) দেহ। বাড়ি সম্ভবত বিহারে

যোগী সরকারকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের অপরাধী সাজিয়ে নিরীহ যুবককে ৬ বছর জেলে

লখনউ: অপরাধী সাজিয়ে এক নিরপরাধ যুবককে ৬ বছর জেল খাটানোর ঘটনায় যোগী সরকারের উপরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত। বিজেপি সরকারকে রীতিমতো

শাসক বিজেপির নির্দেশে নিরলঙ্ঘনাবে দুর্বৃত্তদের আড়াল করে পুলিশ— যোগীরাজ্যে এমন ঘটনা কিন্তু নতুন কিছু নয়। কিন্তু যে ভয়ঙ্কর উদ্বেগজনক বিষয় সম্প্রতি

যুবককে টানা ৬ বছর জেলবন্দি রাখার ঘটনায় যোগী সরকারের উপরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। অপহরণ এবং খুনের মামলায় অরুণকে অভিযুক্ত সাজিয়েছিল

অভাবে। চরম ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট একমাসের মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট সময়সীমার

৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ আদালতের

ভর্ৎসনা করল বিচারপতিদের বেষ্ট। এক মাসের মধ্যে ওই নিরপরাধ যুবককে ৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যোগী সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ না দিলে বছরে ১৮ শতাংশ হারে জরিমানারও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেষ্টের মন্তব্য, নির্দেশ যুবকের জীবন থেকে কেড়ে নেওয়া এই ৬টি বছরের তুলনায় এই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক অত্যন্ত অপ্রতুল।

মারাত্মক অপরাধ করেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় এই বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে, শাস্তি নিশ্চিত করা তো দূরের কথা,



প্রকাশ্যে আসছে তা হল, কাল্পনিক ঘটনা এবং মিথ্যা গল্প সাজিয়ে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকেও জেল খাটাচ্ছে বিজেপির পুলিশ। কোনও প্রমাণের ধারই ধারছে না। এভাবেই চরম অবিচারের শিকার হয়ে দীর্ঘ ৬ বছর কারান্তরালে কাটালেন আশ্রয় এক যুবক। অরুণ নামে ওই

পুলিশ। অভিযোগ, প্রহসন হয়েছিল বিচারের নামে। তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছিল শেষপর্যন্ত। ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বরের ওই ঘটনায় চলতি বছর ২৩ মার্চ শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তড়িঘড়ি করে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় নিম্ন আদালতে এবং যথাযথ প্রমাণের

মধ্যে ওই টাকা দেওয়া না হলে বছরে ১৮ শতাংশ হারে সুদ-জরিমানা গুনতে হবে যোগী সরকারকে।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? ২০১৯ এর ১৪ নভেম্বর থেকে আশ্রয় অরুণেরা থানা এলাকায় একটি অপহরণ এবং খুনের মামলায় অরুণকে অভিযুক্ত সাজিয়ে অরুণকে জেলে পাঠায় পুলিশ। পরে সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতের ১০০ পৃষ্ঠার রায় গভীরভাবে পর্যালোচনা করে ও খতিয়ে দেখে। দেখা যায় মূল এফআইআরে নাম পর্যন্ত ছিল না অরুণের। অস্পষ্ট সিসিটিভি ফুটেজ এবং সহ-অভিযুক্তের কথার ভিত্তিতে বলির পাঠা করা হয়েছে অরুণকে। এতেই যোগী প্রশাসনের উপরে ব্যাপক ক্ষুব্ধ হয় সুপ্রিম কোর্ট।

মহারাষ্ট্রে বাদ ৩ কোটি কমিশনকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: বাদ পড়েছে ৩ কোটি ভোটারের নাম। মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে এবার মামলা দায়ের করা হল সুপ্রিম কোর্টে। এক রিট আবেদনের ভিত্তিতে সোমবার ভারতের নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে আদালতের পক্ষ থেকে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মালা বাগচী



এবং বিচারপতি ভি মোহনর সম্মুখে গঠিত বেষ্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, দাবি ও আপত্তির সময়সীমা বাড়ানো কিংবা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশে স্থগিতাদেশ দেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য না শুনে কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না। লক্ষণীয়, বাদ পড়া ভোটারদের জন্য আলাদা ফর্মের দাবি জানানো হয়েছে। আগামী ৫ নভেম্বর এই

মামলার পরবর্তী শুনানি। মূল আবেদনকারী অরুণ আনন্দগিরির পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী অরবিন্দ পি দাতার সর্বোচ্চ আদালতকে জানান, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে রাজ্যের প্রায় ৯ কোটি ভোটারের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, যা মোট ভোটারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে ১.২২ কোটি ভোটারকে যৌক্তিক অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অজুহাতে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আদালতে সওয়াল করার সময় দাতার প্রশ্ন তোলেন, বাদ পড়া ভোটারদের পুনরায় ফর্ম ৬ পূরণ করে নতুন করে আবেদন করতে বলছে নির্বাচন কমিশন। অথচ এই ফর্মটি শুধুমাত্র নতুন ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য এবং যিনি অতীতে ভোট দিয়েছেন, তাঁকে নতুন ভোটারের ফর্মে আবেদন করতে বাধ্য করা কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত? তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, বাদ পড়া ভোটারদের দিয়ে ফর্ম ৬ পূরণ করানো আইনত বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ সেই ফর্মে আবেদনকারীকে ঘোষণা করতে হয় যে তিনি আগে কখনও ভোট দেননি। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল যে বাদ পড়া ভোটাররা এই ফর্ম পূরণ করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। সে প্রসঙ্গে দাতার বলেন, প্রসিকিউশন না হওয়ার আশ্বাসই মূল সমস্যার সমাধান হতে পারে না, কারণ এতে অসত্য ঘোষণার ঝুঁকি থেকে যায়। এর জবাবে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, কাউকে অভিযুক্ত করা হবে না। দাতার দাবি করেন, বাদ পড়া ভোটারদের জন্য একটি ডিম ফর্মের ব্যবস্থা করা উচিত।

শাহকে নিয়ে মন্তব্য, ৮ বছর পরে আদালতে স্বস্তি রাহুলের সুলতানপুরে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনায় কনভয়

নয়াদিল্লি: দীর্ঘ আট বছর ধরে বুলেছিল তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা। অবশেষে সোমবার সেই মামলায় স্বস্তি পেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অমিত শাহকে নিয়ে রাহুলের একটি মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই দায়ের হয়েছিল এই মানহানির মামলা। উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের এক বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালত ২০১৮ সালের একটি ফৌজদারি মানহানি মামলা থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে বেকসুর

খালাস দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে দায়ের করা এই মামলায় পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে সোমবার অতিরিক্ত সিনিয়র জজ তথা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট শুভম বর্মা এই রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় রাহুল গান্ধী সশরীরে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এদিন আদালতে পৌঁছানোর পথে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে রাহুলের কনভয়। সুলতানপুরে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের উপরে কনভয়ের

৫টি গাড়ির মধ্যে ধাক্কা লাগলেও অক্ষত আছেন রাহুল এবং তাঁর গাড়ি। তবে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তদন্তে গঠিত হয়েছে সিট। এদিকে জানা গিয়েছে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবেই আদালত কংগ্রেস সাংসদকে সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিল। আদালতের রায় নিষ্পত্তি হল আট বছর ধরে বুলে থাকা মানহানি মামলার। কেটে গেল দীর্ঘ জটিলতা।

বাড়ির সামনে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বিবাদ যোগীরাজ্যে নৌসেনার গুলিতে প্রাণ হারালেন সংঘ নেতা-সহ ৩

লখনউ: বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রশাসনের। একের পর এক ঘটনায় সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট। দুই পরিবারের মধ্যে পুরনো বিবাদ এবং সামান্য বচসার পরিণতি হল ভয়াবহ। বাড়ির সামনে মন্দিরের কাছে গাড়ি রাখা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ। তার জেরেই পিস্তল হাতে ফিরে এসে এলোপাখাড়ি গুলি চালিয়ে দিলেন এক নৌসেনা জওয়ান। অভিযোগ অন্তত এমনই। লখনউয়ে এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আরএসএস নেতা শিবাজি তিওয়ারি-সহ তিনজনের। নিহতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ঋষভ শুরাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনায় প্রমাণিত হল, যোগীর জমানায় নিরাপদ নয় সংঘ পরিবারও।

সোমবার সকালে সাদতগঞ্জের নয়াবস্তা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়ির সামনে মন্দিরের কাছে গাড়ি পার্ক করা নিয়ে শিবাজির সঙ্গে প্রতিবেশী ঋষভের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেই সময় ঋষভের দুই ভাই শিবেন্দ্র ও সুয়াশও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বচসা বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এর পর বাড়িতে গিয়ে পিস্তল নিয়ে ফিরে আসেন ঋষভ। শিবাজি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় সে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান শিবাজি ও সুয়াশ। গুরুতর জখম অবস্থায় শিবেন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। প্রকাশ্যে এলাকায় পরপর গুলি চলার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

সৌদি আরবে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথি। অন্যদিকে আমেরিকা-ইরান সংঘাতও ফের বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় সোমবার ইরানের সঙ্গে বৈঠকে বসছে 'ইসলামি নেটো'

চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি পদে শ্রমিকনেতা

ব্রাজিলে ফের বাম হাওয়া, নির্বাচনে জয়ী হলেন ট্রাম্পের 'চক্ষুশূল' লুলা



ব্রাসিলিয়া: ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখ-রাঙানিকে পাভা না দিয়ে ব্রাজিলে ফের বামপন্থার জয়জয়কার। ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আবার জয়ী হলেন ওয়াকার্স পার্টির নেতা লুলা দ্য সিলভা। ট্রাম্পের বন্ধু তথা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর পুত্র তথা দক্ষিণপন্থী লিবারেল পার্টির প্রার্থী ফ্লাভিও বলসোনারোকে পরাস্ত করেছেন লুলা। যা লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে নয়া ইঙ্গিতবাহী।

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ হয়। কিন্তু কোনও প্রার্থীই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না-পাওয়ায় তা দ্বিতীয় দফা তথা রানঅফে গড়ায়। রবিবার ছিল সেই ভোটগ্রহণ। ভারতীয় সময় সোমবার সকাল থেকেই ফলাফলের প্রবণতা আসতে শুরু করেছিল। শেষপর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় ব্রাসিলিয়ার মসনদে ফের বসতে চলেছেন লুলা। এই নিয়ে

চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হতে চলেছেন তিনি। যা লাতিন আমেরিকার সব থেকে বড় অর্থনীতির দেশে রীতিমতো দৃষ্টান্ত তৈরি করল।

ব্রাজিলের সংবিধান অনুযায়ী, যিনি রাষ্ট্রপতি হবেন, তাঁকে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হয়। প্রথম দফায় লুলা বা জুনিয়র বলসোনারোর কেউই তা পাননি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রথম দফায় বলসোনারোর থেকে কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন লুলা। রানঅফে দেখা গেল ছবিটা বদলে গিয়েছে। রয়টার্স-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, ব্রাজিলের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ওয়াকার্স পার্টির বিপুল জনসমর্থন লুলাকে জয় পেতে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছে। ৫১ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন তিনি।

এবার ব্রাজিলের নির্বাচনে সব থেকে বড় ইস্যু

ছিল কর্মসংস্থান, পরিবেশ, জলবায়ু এবং রফতানি-নীতি। এর পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশে মার্কিন প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কয়েম হবে কি না, তাও ছিল নির্বাচনের অন্যতম বিচার্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বলসোনারো পিতা-পুত্র দুজনেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বন্ধু' বলে পরিচিত। অন্যদিকে বামপন্থী লুলা ট্রাম্পের চক্ষুশূল। সেই প্রেক্ষাপটে লুলার প্রচারের হাতিয়ার ছিল, ব্রাজিলের সার্বভৌমত্বে যেন আমেরিকার দখলদারি না চলে তা নিশ্চিত করা। একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা উল্লেখ করেছে, ৪০ বছর পর্যন্ত যাঁদের বয়স, তাঁদের বেশিরভাগই লুলাকে সমর্থন করেছেন। এর আগে ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ সিনিয়র বলসোনারো ক্ষমতায় আসার পর এই বামপন্থী নেতাকে জেলের ভিতর কাটাতে হয়েছিল কয়েক বছর। ফের স্বমহিমায় ক্ষমতায় ফিরছেন তিনি। আশির চক্ষু থেকে লাতিন আমেরিকায় বামপন্থী, সমাজতান্ত্রিক এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আদর্শের যে উত্থান ঘটছিল সম্প্রতি তাতে ভাটা পড়ে। বেশ কয়েকটি দেশে তৈরি হয় দক্ষিণপন্থী সরকার। সেই প্রেক্ষাপটে উল্টো হাওয়া ব্রাজিলে। আগামী ৫ জানুয়ারি ৮০ বছর বয়সে চতুর্থবারের জন্য দায়িত্বভার নেবেন ব্রাজিলের অবিসংবাদী শ্রমিকনেতা লুলা। তবে গণনা শেষের পর প্রতিদ্বন্দ্বী জুনিয়র বলসোনারো ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। বলেছেন, এই ফলাফলকে স্বচ্ছ হিসাবে আমি গ্রহণ করছি না।



■ ভুসিচের পরাজয়ে উচ্ছ্বাস স্টুডেন্ট লিস্টের সমর্থকদের। বেলগ্রেড, সার্বিয়া।

জেন জি ম্যাজিক জকোভিচের দেশেও নির্বাচনে হার ভুসিচের

প্রতিবেদন : জেন জি ম্যাজিক এবার ইউরোপেও। শুরুটা হয়েছিল উপমহাদেশ দিয়ে। সেই ছাত্রবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের আনাচে-কানাচে। ফ্রান্স, আলবেনিয়া, ইতালি— পড়ুয়াদের প্রতিবাদে জ্বলছে একের পর এক দেশ। এবার নির্বাচনী ময়দানেও জয়লাভ করতে শুরু করল ছাত্ররা। ভোটে জয়লাভ করে প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করল ছাত্রদের দল। রীতিমতো বিপ্লব ঘটে গেল নোভাক জকোভিচের দেশ সার্বিয়ায়। হার মেনে নিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছেন সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট।

গত দু-বছর ধরে ছাত্রবিক্ষোভ চলছে সার্বিয়ায়। রেল স্টেশন ভেঙে পড়ে ১৬ জনের মৃত্যুর ঘটনা থেকে শুরু হয় পড়ুয়াদের প্রতিবাদ। সেখান থেকে



ছাত্রেরা পা রাখে নির্বাচনী ময়দানে। স্টুডেন্টস লিস্ট পার্টি প্রত্যেকটি আসনেই প্রার্থী দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের প্রতিপক্ষ ছিল সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুসিচের দল সার্বিয়ান প্রোগ্রেসিভ পার্টি। প্রকাশিত ভোটের ফলাফল বলছে, সার্বিয়ার প্যারলিমেণ্টের ২৫০টি আসনের অন্তত ১৪০টি গিয়েছে স্টুডেন্টস লিস্টের ঝুলিতে। ভুসিচের দল থেমেছে ১০৫টি আসনে। নিজের ভাষণে পর্যন্ত ভুসিচ বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে আমরা এই নির্বাচনে হেরে গিয়েছি। স্টুডেন্টস লিস্ট জিতেছে। এদিকে, এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজধানী বেলগ্রেডের রাস্তায় উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট হিসেবে সার্বিয়ার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ভুসিচ। ফলে এই ফলাফল তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্যে বড় ধাক্কা।



আলবেনিয়া

‘মোদি জ্ঞানেশ কুমারকে সরালে ৩০ সেকেন্ডে থামবে আন্দোলন’

নয়াদিল্লি: বিজেপির চাপে বিরোধী শিবিরকে চিঠি দিয়েছিলেন দিল্লির ব্যবসায়ীদের একাংশ। বলা হয়েছিল, রাজধানীতে বিরোধীদের লাগাতার আন্দোলনের কারণে তাঁদের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। বিজেপির মদতে ও চাপে দিল্লির ব্যবসায়ী সমাজের একাংশের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে রামলীলা ময়দানে আগামী ১ নভেম্বরের নির্ধারিত ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশ হবে বলে জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। উৎসবের মরশুমে কেনাকাটার ক্ষতি এড়াতে ব্যবসায়ীরা র ্যালি পেছানোর অনুরোধ জানালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, সমস্যার দ্রুত সমাধান চাইলে ব্যবসায়ীদের বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলা উচিত। কারণ জ্ঞানেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের অনমনীয় মনোভাবই সমস্যার আসল কারণ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি

যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত করেন, তবে মাত্র "৩০ সেকেন্ডের" মধ্যে বিরোধী জোট তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেবে। বিশেষ নির্বিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের অন-রেকর্ড আপত্তি উপেক্ষা করে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে বিরোধী জোট। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী হিন্দি পোস্টে লিখেছেন, "দিল্লির প্রতিটি ব্যবসায়ীকে বলছি: আমরা আপনাদের ভালোবাসি ও আপনাদের কথা বুঝি। কিন্তু এই সরকার মেট্রো বন্ধ করেছে, রাস্তা সিল করেছে এবং গোটা রাজধানী অবরুদ্ধ করেছে। একটি চুরি যাওয়া ভোটের মাধ্যমে কোনো কিছুই নিরাপদ নয়—না আপনাদের দোকান, না স্বপ্ন, না সন্তানদের ভবিষ্যৎ। মোদিকে বলুন ৪ নম্বর অভিযুক্ত জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত করতে, তাহলে

এই প্রতিবাদ ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে।" এর আগে চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিটিআই)-এর চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গোয়েল রাহুল গান্ধীকে চিঠি লিখে ১ নভেম্বরের বিক্ষোভ কর্মসূচি ১০ নভেম্বরের পর করার অনুরোধ জানান। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, উৎসবের প্রধান সময়ে রামলীলা ময়দানে এই ধরনের বিশাল রাজনৈতিক জমায়েতের কারণে রাজধানীর প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার বাণিজ্যিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। পুরনো দিল্লির ব্যস্ত পাইকারি ও খুচরো বাজারগুলির কাছেই এই রামলীলা ময়দান অবস্থিত, যেখানে ধনতেরাস (৬ নভেম্বর), দেওয়ালি (৮ নভেম্বর) এবং ভাইফেটার (১০ নভেম্বর) আগে ক্রেতাদের সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে। তবে বিরোধীদের বক্তব্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে ভোটচুরির বিরুদ্ধে তাঁদের যে দীর্ঘ আন্দোলন চলছে, ১ নভেম্বরের সমাবেশ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির (ESO) বিজ্ঞানীরা চলিতে অবস্থিত 'ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ' ব্যবহার করে সৌরজগতের বাইরে প্রথম সম্ভাব্য এক্সোস্যাটেলাইট বা এক্সোমুনের সন্ধান পেয়েছেন। চাঁদটি আকারে বেশ বড়



বিশ্ববিজ্ঞানমহলে বাঙালি বিজ্ঞানীর অনন্য স্বীকৃতি

স্ট্রিং থিওরি, এবং ব্ল্যাক হোলের উপর নিরলস গবেষণার স্বীকৃতিতে এবছর ওস্কার ক্লাইন পদক পেলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী অশোক সেন।

তুলে ধরলেন বিশ্ববিজ্ঞানের আঙিনায় বাঙালির মেধা ও মননের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। লিখছেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**



মহাবিশ্ব চিরকালই রহস্যে মোড়া। কিন্তু যদি দৃশ্যমান জগতের কথা বলি, সেও একইরকম রহস্যময়ী! পদার্থের মৌলিক উপাদান কী, প্রকৃতির বিভিন্ন বলের মধ্যে কি কোনও গভীর সম্পর্ক রয়েছে, মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার নিয়মে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কি?—এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীদের পাড়ি দিতে হয় কল্পনারও অতীত এক জগতে। সেখানে দূরবিনের চেয়ে বেশি প্রয়োজন গাণিতিক যুক্তি, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির চেয়ে বেশি প্রয়োজন তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি।

সেই জটিল অনুসন্ধানের অন্যতম পথপ্রদর্শক পদার্থবিজ্ঞানী অশোক সেন। স্ট্রিং তত্ত্ব, ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি এবং মৌলিক পদার্থবিদ্যার নানা জটিল সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন ওস্কার ক্লাইন পদক। এবছর, ২২ অক্টোবর সুইডেনের স্টকহোমে এই সম্মান গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে এই পদক অর্জন করলেন। নিঃসন্দেহে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

স্ট্রিং থিওরির মূল কথা

সাধারণত পদার্থের মৌলিক উপাদানগুলি কণার মতো, একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ও অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু স্ট্রিং তত্ত্ব আরও গভীর একটি সম্ভাবনার কথা বলে। প্রকৃতির মৌলিক উপাদানগুলি বিন্দুর মতো কণা না হয়ে অতি ক্ষুদ্র, একমাত্রিক সূতোর মতো বস্তু হতে পারে।

সূতোগুলির কম্পনের ধরন আলাদা হলে সেগুলি বিভিন্ন মৌলিক কণার বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে।

এর অন্যতম আকর্ষণ, এটি কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা ও মহাকর্ষকে একটি বৃহত্তর গাণিতিক কাঠামোয় ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা তৈরি করে। বিশেষ করে, মহাকর্ষের কোয়ান্টাম বর্ণনা গড়ে তোলার জন্য স্ট্রিং তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি এখনও প্রকৃতির পরীক্ষালব্ধ, সর্বজনস্বীকৃত চূড়ান্ত নয়। তত্ত্বটির অনেক সম্ভাবনা গাণিতিকভাবে অনুসন্ধান করা গেলেও আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ।

পাঁচ তত্ত্বের আড়ালে এক এককের সন্ধান

সেনের গবেষণার উল্লেখযোগ্য দিকগুলির একটি হল এস-দ্বৈততা (এস-ডুয়ালিটি)। পদার্থবিদ্যায় কোনও ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রবল হলে তার আচরণ গণনা করা কঠিন। কিন্তু দেখা যায়, প্রবল ক্রিয়ার একটি তত্ত্বকে দুর্বল ক্রিয়ার অন্য একটি তত্ত্বের সাহায্যে বোঝা সম্ভব। এস-দ্বৈততা এমনই এক গাণিতিক সম্পর্ক, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে আলাদা দুটি বর্ণনা আসলে একই ভৌত বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

সেন দেখিয়েছেন, স্ট্রিং তত্ত্বে শক্তিশালী ও দুর্বল ক্রিয়ার সম্পর্ক বোঝার মাধ্যমে তত্ত্বটির গভীর গঠন সম্পর্কে নতুন ধারণা পাওয়া যায়। এই গবেষণা একটি বৃহত্তর

উপলব্ধি। একসময় আলাদা মনে করা, পাঁচটি স্ট্রিং তত্ত্ব হয়তো আরও মৌলিক একটি কাঠামোর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এই ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে একাধিক বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে; সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতির বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া মানে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা, যেগুলি আগে আলাদা আলাদা সমস্যার মতো দেখাত। তাই স্ট্রিং তত্ত্বের বিকাশে তাঁর গবেষণা এত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণগহ্বরের অন্ধকারে এনট্রপির হিসাব

সেনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি। কৃষ্ণগহ্বর এমন এক মহাজাগতিক বস্তু, যার মহাকর্ষ এত প্রবল যে নির্দিষ্ট সীমার ভেতর থেকে আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরের পদার্থবিদ্যা নিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাপগতিবিদ্যায় এনট্রপি কোনও ব্যবস্থার সম্ভাব্য আণুবীক্ষণিক অবস্থার সংখ্যা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার একটি পরিমাপ। কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, তার এনট্রপি ঘটনাদিগন্তের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সম্পর্কিত, এটি কৃষ্ণগহ্বরের তাপগতিবিদ্যার অন্যতম গভীর ফল।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই এনট্রপির পেছনে ঠিক কতগুলি ছোট ছোট কোয়ান্টাম অবস্থা রয়েছে? স্ট্রিং তত্ত্বের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন, উপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোয় কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপিকে কেবল গাণিতিক সূত্র না ভেবে সম্ভাব্য কোয়ান্টাম অবস্থার সংখ্যার সঙ্গেও যুক্ত করা যায়। সহজ ভাষায়, মহাকর্ষের বিশাল জগৎ এবং অতি ছোট কোয়ান্টাম জগতের মধ্যে একটি সেতু তৈরির চেষ্টা এটি। কৃষ্ণগহ্বরকে ঘিরে

শুরুতে ফার্মি ন্যাশনাল অ্যাক্সিলারেটর ল্যাবরেটরি এবং স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর সেন্টারে গবেষণা। ১৯৮৮ সালে দেশে ফিরে টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাউন্ডেশনাল রিসার্চে যোগদান। প্রয়াগরাজের হরিশ-চন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটেও দীর্ঘদিন কাজ করেন। এখন তিনি বেঙ্গালুরুর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল সায়েন্সেস-এ ইনফোসিস-মাথব চেয়ার অধ্যাপক। স্বীকৃতির তালিকাও লম্বা। ১৯৯৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। ২০০১-এ পদ্মশ্রী, ২০১৩-তে পদ্মভূষণ। ২০১২-য় মৌলিক পদার্থবিদ্যায় ব্রেকথ্রু পুরস্কার এবং ২০১৪ সালে ডিরাক পদক।

ওস্কার ক্লাইন পদকের গুরুত্ব

সুইডিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ওস্কার ক্লাইনের স্মৃতিতে ১৯৮৮ সালে এই পদক ও স্মারক বক্তৃতার সূচনা হয়। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় এবং রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর পদার্থবিদ্যায় নোবেল কমিটির উদ্যোগে প্রতিবছর বিশিষ্ট পদার্থবিদকে এই সম্মান দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের ২২ অক্টোবর স্টকহোমের আলবানোভা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে সেনের স্মারক বক্তৃতার শিরোনাম ছিল, স্ট্রিং থেকে মহাকর্ষ এবং মহাকর্ষ থেকে স্ট্রিং। শিরোনামেই ধরা রয়েছে তাঁর গবেষণার বৃহত্তর প্রশ্ন: প্রকৃতির মৌলিক উপাদান ও মহাকর্ষকে কি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামোয় বোঝা সম্ভব?

মানবসভ্যতার প্রতি

সেনের গবেষণার মূল কথা স্ট্রিং থিওরি। তবে এখনও এই তত্ত্ব পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত সর্বজনস্বীকৃত চূড়ান্ত তত্ত্ব নয়। তাই এর প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক সুফল সম্পর্কে রঙচড়ানো প্রতিশ্রুতিও অনুচিত। কিন্তু মৌলিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব শুধু তাৎক্ষণিক



কোয়ান্টাম তত্ত্বের যে জটিল প্রশ্নগুলি রয়েছে, সেগুলির উত্তর খুঁজতে এই কাজ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সব ধরনের কৃষ্ণগহ্বরের রহস্য এর ফলে মিটে যায়নি, তবু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাত্ত্বিক হিসাব ও কৃষ্ণগহ্বরের তাপগতিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

কলকাতা থেকে বিশ্বমঞ্চে

১৫ জুলাই, ১৯৫৬ সালে কলকাতায় জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতক। আইআইটি কানপুর থেকে স্নাতকোত্তর। যুক্তরাষ্ট্রের স্টোন ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি। কর্মজীবনের

প্রয়াগে মাথা যায় না। সেনের কাজের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতের মূল্য নিহিত রয়েছে মৌলিক প্রশ্নগুলির গভীরতর উত্তর খোঁজার মধ্যে—কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও মহাকর্ষের সম্পর্ক, কৃষ্ণগহ্বরের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন তত্ত্বের ভিতরের একা। তাঁর এই সম্মান ভারতের তরুণ গবেষকদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ বাতা বহন করে। ওস্কার ক্লাইন পদক তাই কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি নয়; এটি এমন এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেরও সম্মান, যার লক্ষ্য দৃশ্যমান জগতের আড়ালে থাকা প্রকৃতির গভীর নিয়মগুলিকে বোঝা।



রায়ানকে নিয়ে আলমাটি ওপেনে
ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন যুকি ভামব্রি।

মাঠে ময়দানে

27 October, 2026 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩

২৭ অক্টোবর
২০২৬

মঙ্গলবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



■ এল ক্লাসিকোয় রেফারির সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ালেন মোরিনহো।



■ ওয়েলিংটনে পৌঁছে সিরিজ জয়ের প্রস্তুতি শেষসদের।



■ মায়ামিতে মেসি কাপের উদ্বোধনে স্বয়ং এলএম টেন।



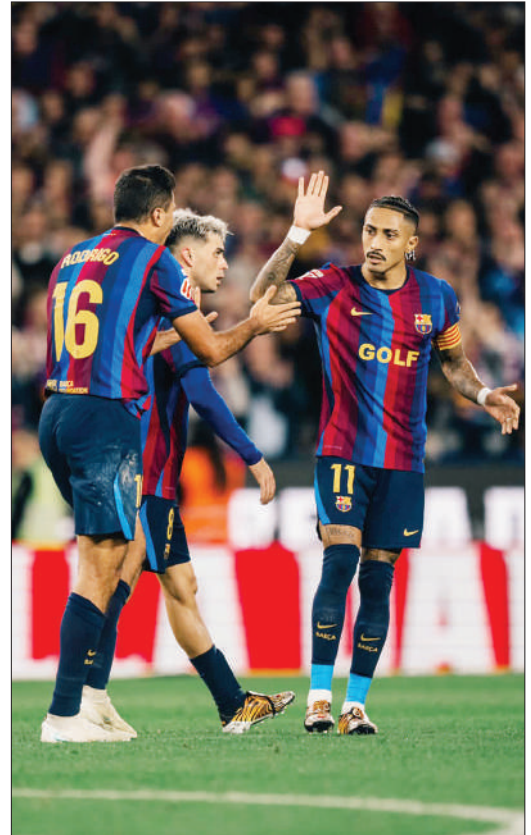
■ বায়ার্নের আরও এক জয়। দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন কেনরা।



■ ওমানে ইস্টবেঙ্গলের টিম হোটেলে চায়ের কাপ হাতে মেজাজে এডমুন্ড।



■ এল ক্লাসিকোয় রিয়ালের জয়ের নায়ক, জোড়া গোলের উৎসব এমবাপের।



■ ম্যাচে সমতা ফিরিয়েও বাসাকে জেতাতে পারলেন না রাফিনহা।

তাঁর পাস
থেকে গোল,
মনবীর
কৃতিত্ব
দিলেন
লিস্টনকে



বিশাল-হাত ও মনবীরের গোলে জয় বাগানের

মোহনবাগান ১

চেন্নাই ইয়ন এফসি ০

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

মোহনবাগান ঘরের মাঠে এবারের আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলছে, অথচ যুবভারতীর গ্যালারিতে হাজার পনেরোর বেশি দর্শক নেই। গ্যালারির মতো মাঠেও চলছিল ম্যাডমেডে ফুটবল। মোহনবাগান ও চেন্নাই ইয়ন, দু'দলের পাল্লা দিয়ে গুচ্ছ গোল মিস। বাগানের একদা প্রাক্তনী ক্রিফোর্ড মিরান্ডার চেন্নাই ইয়ন এফসি কলকাতা থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারত। সহজ সুযোগ সবচেয়ে বেশি নষ্ট করল চেন্নাই ইয়ন। তবু বাগানে স্বস্তি ফিরল ৮৬ মিনিটে। মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর যুগলবন্দিতে কাস্কিত গোলটি এল। সুপার সাব লিস্টনের নিখুঁত সেন্টার বুক দিয়ে নামিয়ে জালে জড়ালেন মনবীর। চেন্নাই ইয়ন ম্যাচ শিক্ষা দিয়ে গেল মোহনবাগান কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিসকে। প্রশ্ন উঠছে, লম্বা লিগে সামির জেলকোভিচ, লি এরউইন, দেজান দ্রাজিচদের উপর কি ভরসা করা যাবে? আপুইয়া, মিগুয়েলের অভাব ঢাকার ক্ষমতা কি তাঁদের আছে? দু'দলেরই ভুলে ভরা ফুটবলে গোল মিসের প্রতিযোগিতা চলল শুরু থেকে। মোহনবাগানের দ্রাজিচ, মনবীররা সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন। মাঝমাঠ শাসন করলেন চেন্নাই ইয়নের মাধি তালাল, নিকোলাস স্টোজানোভিচরা। মোহনবাগান নতুন জার্সি পরে নেমেছিল। কিন্তু তাদের খেলায় নতুন কিছু নেই। চোটের কারণে অনেকদিন হল মাঠের বাইরে জেমি ম্যাকলারেন। ফলে গোল করার লোক নেই। এরউইন যে জেমির অভাব ঢাকতে পারবেন না, সেটা আরও একবার প্রমাণিত। ১১ মিনিটে আলবার্তো সেকেন্ড পোস্টে দাঁড়িয়ে বল আকাশে উড়িয়ে দিলেন। কয়েক মিনিট পর দ্রাজিচের সুযোগ নষ্ট। এরউইনের শট বাঁচালেন চেন্নাই ইয়ন গোলকিপার মহম্মদ নওয়াজ। ফিরতি বলও জালে জড়তে পারেননি মনবীর। মোহনবাগানের



■ গোলের পর মনবীর। যুবভারতীতে। ছবি: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌভাগ্যে যে প্রথমার্ধে গোল হজম করেনি। গোলে বিশাল কাইথ পরিব্রাতা হয়ে না দাঁড়ালে দুভোগ ছিল মোহনবাগানের কপালে। দ্বিতীয়ার্ধে ছাঙতেকে তুলে সাহাল ও জেলকোভিচের পরিবর্তে অনিরুদ্ধ থাপাকে নামানোর পর মোহনবাগান কিছুটা ভাল ফুটবল খেলেছে। কিন্তু সুযোগ নষ্টের রোগ সারার লক্ষণ নেই। একইসঙ্গে রক্ষাকর্তা সেই বিশাল! তবে ৮৬ মিনিটে সুপার সাব লিস্টনের ক্রসে মনবীরের গোল বাগানে স্বস্তি আনলেও সাত মিনিট আগে নিকোলার বুলেট শট ক্রসবারে না লাগলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতই পারত।

জয়ের শপথ ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : গত বছর অগাস্টে ফাতোরদায় ঘরের মাঠে ওমানের আল সিবেক হারিয়েই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র গ্রুপ পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল এফসি গোয়া। ২-১ জয়ের ম্যাচটিতে গোয়ার জার্সিতে গোল ছিল দেজান দ্রাজিচের। সার্বিয়ান মিডফিল্ডার এখন খেলছেন মোহনবাগানে। কলকাতায় তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের বন্ধুরা মঙ্গলবার সেই আল সিবেক মুখোমুখি। ইস্টবেঙ্গলের লড়াই সহজ হবে না, কারণ ম্যাচটা মহম্মদ রশিদ, দানি রামিরেজদের খেলতে হবে বিপক্ষের ডেরায়। গোয়ার সেই ম্যাচের আল সিব দলেও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য প্রতিপক্ষকে সম্মান দিয়েই প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এসিএল টু-এ প্রথম জয়ের খোঁজে। 'ডি' গ্রুপে আল সিব সবার শেষে রয়েছে তাদের প্রথম দুই ম্যাচ হারায়। ইরাকের আল শোতা ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ৪ পয়েন্ট নিয়ে জর্ডনের আল হুসেইন দ্বিতীয় স্থানে। এক পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইস্টবেঙ্গল। অ্যাওয়ে ম্যাচে ড্র নয়, পরের রাউন্ডে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকতে ওমানে তিন পয়েন্ট জরুরি মশালবাহিনীর।

মাসকাট শহরের অদূরে আল সিবেক প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে প্রথমদিন প্রস্তুতি সারার পর সোমবার মূল স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে আন্তুনিও লোপেজ হাবাসের দল। আল সিবে লম্বা চেহারার ডিফেন্ডারদের উপকে গোল করার জন্য পাসিং ফুটবলের পাশাপাশি এরিয়াল অ্যাটাকেও



■ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে হাবাসের ক্লাসে রশিদরা। সোমবার।

জোর দিচ্ছেন হাবাস।

আল সিবেক নাইজেরিয়ান মিডফিল্ডার অগাস্টিন ওলাদাপো খেলাটা তৈরি করেন। বিপজ্জনক দুই আফ্রিকান অ্যাটাকারের সঙ্গে ওমর আল মালিকির মতো ওমানি স্ট্রাইকারকেও নজরে রাখতে হবে আনোয়ারদের। এসিএলে আগের দুই কঠিন ম্যাচে দারুণ পারফরম্যান্স এবং আইএসএলে পরপর দুটো বড় জয় ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। কোচ হাবাসের কথায়, জেতা ছাড়া কিছু ভাবার জায়গা নেই। রামিরেজ, আকে লোবারা বলছেন, নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত।

এসিএল-টু : আল সিব বনাম ইস্টবেঙ্গল (রাত ৯.৩০, ফ্যান কোড)

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিন বিপর্যয় বঙ্গ ব্যাটিংয়ে

প্রতিবেদন : বৃষ্টিবিঘ্নিত তিরুবনন্তপুরমে রঞ্জির প্রথম দিন ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ল বাংলা। দিনের শেষে তাদের রান ৬ উইকেটে ১৭২। নতুন মুখ অক্ষুর পাল হাফ সেঞ্চুরি করায় কিছুটা মুখরক্ষা হয়েছে। সেট হয়ে উইকেট দিয়ে এসেছেন সুদীপ কুমার ঘরামি। তিনি ৩৬ রান করেন। তবে শেষবেলায় ভরসা দিচ্ছেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আমেদ। তিনি ৩৭ রানে নট আউট রয়েছেন। এমনিতেই কেবলে এখন বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর উপর নতুন করে আসা ঘূর্ণবর্তের প্রভাবে শহরের সর্বত্র বৃষ্টি হচ্ছে। এই কারণে এদিন দেড় ঘণ্টা দেরিতে খেলা শুরু হয়েছে। কেবল অধিনায়ক বিষ্ণু বিনোদ টসে জিতে বাংলাকে আগে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন একটা কথা ভেবে। দু'দিন ধরে উইকেট ঢাকা ছিল।



■ অক্ষুরের হাফ সেঞ্চুরি। সোমবার।

ভিতরে যে আর্দ্রতা জমে ছিল সেটা সিমাররা যাতে কাজে লাগাতে পারেন। দলের ২৭ রানে অভিমন্যু ঈশ্বর (১০) যখন নিষেধকে উইকেট দিয়ে গেলেন তখন মনে হল কেবল অধিনায়কই ঠিক। এই উইকেটে জোরে বোলারদের জন্য কিছু একটা আছে। উইকেট স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তিনে নামানো হল আমির

গনিকে। তিনি ১৪ রান করে ফিরে যান। বাংলার রান তখন ৬৬। এদিন বাংলার ইনিংস থিতু হয়নি। পরপর উইকেট গিয়েছে। এবারই অভিষেক হওয়া অক্ষুর এখনও পর্যন্ত সবেচি ৬৬ রান করেন। সুদীপ কুমার ঘরামি ৩৬ করে আউট হয়েছেন। সুদীপ ও অক্ষুর যখন খেলছিলেন বাংলার বড় রানের সুযোগ ছিল। কিন্তু অক্ষুর নিজের ইনিংসকে আরও লম্বা করতে পারেননি। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের (৬) অফ ফর্ম তিরুবনন্তপুরমেও চলছে। অভিষেক পোড়েল রানের মধ্যে ছিলেন। তিনিও এদিন ফিরে যান ০ করে। ১০২/২ থেকে বাংলা ১০৮/৫ হয়ে যায় একসময়। প্রথম দিনের শেষে সমস্ত গুণ্ড ১ ও শাহবাজ ৩৫ রানে নট আউট রয়েছেন। সারাদিনে ৫০ ওভার খেলা হয়েছে।

সেনেগালের কাছে হেরেও পরের পর্বে ভারত

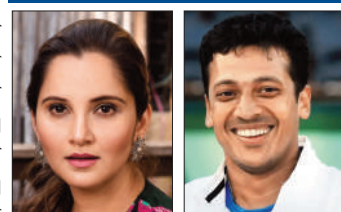
বাকু, ২৬ অক্টোবর : ছোটদের বিশ্বকাপে ছুটছে ভারত। সোমবার বাহরিনকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ৪-৩ গোলে হারালেও গ্রুপের শেষ ম্যাচে সেনেগালের কাছে ১-৬ গোলে হেরে গেল বিবিয়ানো ফার্নান্দেজের দল। ফলে ফিফা আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৫ বিশ্বকাপ ও উৎসবে পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে 'কে' গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ভারত। 'এ' টায়ারে নয়, পরের রাউন্ডে টায়ার থ্রি-তে খেলবে ভারত। গ্রুপ সেরা হয়েছে ক্যামেরুন। রানার্স সেনেগাল। ভারত শক্তিশালী ক্যামেরুনের পাশাপাশি বাহরিন ও লাওসকে হারিয়েছে। গ্রেনাডার বিরুদ্ধে ৩-০ এগিয়ে থেকেও ৩-৩ ড্র করে তিন পয়েন্ট মাঠে ফেলে না আসলে শেষ ম্যাচের আগেই শীর্ষস্থানে থেকে টায়ার 'এ'-তে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলতে পারত ভারত। এদিন বাহরিনের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে দুগোলে এগিয়ে যায় বিবিয়ানোর ছেলেরা। গোল করে ম্যাকডোনিশ ও লরেন্সফেল্লা। বিরতির পরই দুগোল শোধ করে বাহরিন। তবে রয়্যাফেল্লা ও নিবাস মিতেই পরপর গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করে।

টেনিস প্রশাসনে মানিয়া ও মহেশ

কেপটাউন, ২৬ অক্টোবর:

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ১৭৯ রানের দুর্দান্ত ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ক্রিকেট মহলের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক তেঙ্গা বাভুমা। সুনীল গাভাসকারও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন এই ভারতীয় ক্রিকেটার জানিয়েছেন, বাভুমা মাঠে কখনও বাড়াবাড়ি রকমের আত্মশাসন বা বুক ফুলিয়ে চলার ক্রিকেটার নন, তবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি, গাভাসকার বাভুমার মাঠের ভেতরের শান্ত আচরণ এবং ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার অজিঙ্কা রাহানে এবং নিজের একসময়ের জাতীয় দলের সতীর্থ গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের। সানির মতে, থোটিয়াদের নেতৃত্ব দিয়ে ১৪টি টেস্টের মধ্যে ১২টিতেই জয় পাওয়া এবং মাত্র একটিতে হেরে যাওয়ার রেকর্ডটি অজিঙ্কা রাহানের রেকর্ডের মতোই দুর্দান্ত, যাঁর অধীনে ভারত কখনও কোনও টেস্ট সিরিজ হারে নি। এই দুজনেই মাঠে বুক ফুলিয়ে চলা স্বভাবের নন, কিংবা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য তাঁদের কোনও পিয়ার বাহিনীও নেই। মাঠে বাভুমার শান্ত মেজাজ আমাকে বহু মানুষের প্রিয় ও প্রশংসিত গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক হিসেবে যখন বাভুমার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন কোটা সিস্টেমের অভিযোগ তুলে নানারকম কথা হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাভুমা প্রমাণ করেছেন যে তিনি কেবল একজন সাধারণ অধিনায়ক নন, বরং একজন দুর্দান্ত লিডার। নিজের অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।

নেই লিয়েন্ডার





আগামী ১৬
ডিসেম্বর গোয়ায়
বসতে চলেছে
আইপিএলের মিনি
নিলামের আসর

মাঠে ময়দানে

27 October, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫

২৭ অক্টোবর
২০২৬

মঙ্গলবার

এমবাপের জোড়া গোল, এল ক্লাসিকো রিয়ালের

বার্সেলোনা, ২৬ অক্টোবর : ক্যাম্প ন্যু-তে দুটো সেলিব্রেশন ঠিক একসঙ্গে হল। কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে সতীর্থদের মধ্যে যখন হুলস্থূল কাণ্ড চলছে, তখন মাঠের বাইরে জোস মোরিনহোও গনগনে রাগ, আবেগ ইত্যাদি ছেড়ে যেন আনন্দে শিশু হয়ে গিয়েছেন। ধুরন্ধর রিয়াল মাদ্রিদ কোচ ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন মিশন সাকসেসফুল। এল ক্লাসিকো জেতা হয়ে গিয়েছে। ৮৭ মিনিটের এই গোলের পিছনে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার অনেকটা ভূমিকা আছে। ডানদিক থেকে তিনি শুধু উঠে আসেননি, সঙ্গে বার্সেলোনার একঝাঁক ডিফেন্সকেও সঙ্গে টেনে নিয়েছিলেন। এতে যেটা হল, এমবাপে খানিকটা খালি জমি পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই কামাভিঙ্গার মাইনাস থেকে বল পেয়ে তাঁর জন্য কাজ ছিল শুধু সেটা জালে জড়িয়ে দেওয়া। তাঁর আগে পর্যন্ত খেলার ফল ছিল ১-১। এবার ২-১ হয়ে গেল। আর এটাই ফাইনাল স্কোর হিসাবে খাতায় উঠে গেল। ৭ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে ক্যাম্প ন্যু-



তে নেমেছিল রিয়াল। মোরিনহো জানতেন লা লিগায় এটাই সেই ম্যাচ যাতে ধাক্কা দিতে হবে। সেটাই দিলেন এবং জিতে ব্যবধান তিনে নামিয়ে আনলেন। এখান থেকে রিয়ালের চ্যাম্পিয়নশিপ দৌড়ে ফেরা কিছুটা সহজ হবে। আর চাপ বাড়বে হ্যাঙ্গি ফ্লিকের উপর। যেহেতু তাঁদের এখন সব ম্যাচে রিয়ালের নিশ্বাস ঘাড়ে নিয়ে খেলতে হবে। সামান্য পদস্ফলন মানেই লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা। রিয়ালের জন্য সবথেকে বড় কাজ

ছিল লামিনে ইয়ামালকে খেলতে না দেওয়া। সেটা তারা পেরেছে। তাঁকে কার্যত বোতলবন্দি করে রাখা হয়েছিল। তবু ৪৪ মিনিটে ইয়ামাল যে সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে গোল হয়ে গেলে মোরিনহোর সেই উচ্ছ্বাস হয়তো দিনের আলো দেখত না। দেড় দশক আগে একটা লম্বা ইনিংস খেলে গিয়েছিলেন রিয়ালে। তখন রোনাল্ডো যুগ। তিনি জানেন বড় ম্যাচ কীভাবে জিততে হয়। তাই ৪ মিনিটের ইনজুরি টাইমে ক্লান্ত

ডিওম্যান্ডে আর গুলারের জায়গায় নিয়ে আসেন ট্রেস্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড আর এম্পিকে। মোরিনহো জানতেন বার্সেলোনা এই সময় একটা মরনকামড় দেবে। আর সেটা ঠেকাতে হবে। ৪১ মিনিটে রিয়ালকে ১-০-তে এগিয়ে গিয়েছিলেন এমবাপে। কুকুরেরা বল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ডিওম্যান্ডেকে। তিনি সেই বল ধরে একটা ক্রস ছুঁড়ে দেন সেন্টারের দিকে। মার্টিন ক্রিয়ার করতে গেলে বল তাঁর পা থেকে ছিটকে আসে এমবাপের কাছে। তিনি ভুল করেননি। প্রথমার্ধে খেলার ফল ছিল ১-০। এরপর আবার খেলা শুরু হলে ৬১ মিনিটে বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান রাফিনহা। বক্সের বাইরে বল পেয়ে পেদ্রি এমন ভাব করেন যেন তিনিই শট নেবেন। তারপর সেটা না করে বল ঠেলে দেন রাফিনহাকে। যিনি নিচু শটে জালের কোণে বল জড়িয়ে দেন। কিন্তু সবশেষে এমবাপে তাঁদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছেন।

বাভুমার সঙ্গে বিশ্বনাথ, রাহানের তুলনা সানির



কেপটাউন, ২৬ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ১৭৯ রানের দুর্দান্ত ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ক্রিকেট মহলের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক তেজা বাভুমা। সুনীল গাভাসকারও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন এই ভারতীয় ক্রিকেটার জানিয়েছেন, বাভুমা মাঠে কখনও বাড়াবাড়ি রকমের আধাসন বা বুক ফুলিয়ে চলার ক্রিকেটার নন, তবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি, গাভাসকার বাভুমার মাঠের

ভেতরের শান্ত আচরণ এবং ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার অজিঙ্কা রাহানে এবং নিজের একসময়ের জাতীয় দলের সতীর্থ গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের। সানির মতে, প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দিয়ে ১৪টি টেস্টের মধ্যে ১২টিতেই জয় পাওয়া এবং মাত্র একটিতে হেরে যাওয়ার রেকর্ডটি অজিঙ্কা রাহানের রেকর্ডের মতোই দুর্দান্ত, যাঁর অধীনে ভারত কখনও কোনও টেস্ট সিরিজ হারেনি। এই দু'জনেই মাঠে বুক ফুলিয়ে চলা স্বভাবের নন, কিংবা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য তাঁদের কোনও পিআর বাহিনীও নেই। মাঠে বাভুমার শান্ত মেজাজ আমাকে বহু মানুষের প্রিয় ও প্রশংসিত গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক হিসেবে যখন বাভুমার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন কোটা সিস্টেমের অভিযোগ তুলে নানারকম কথা হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাভুমা প্রমাণ করেছেন যে তিনি কেবল একজন সাধারণ অধিনায়ক নন, বরং একজন দুর্দান্ত লিডার। নিজের অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।

১৭ বছরের খরা কাটিয়ে আজ পাঞ্জাবে ভারতের ম্যাচ

জলন্ধর, ২৬ অক্টোবর : এক সময় পাঞ্জাব ছিল ভারতীয় হকির পীঠস্থান। কিন্তু এখানে ১৭ বছর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়নি। মঙ্গলবার এতদিনের খরা কাটিয়ে পাঞ্জাবে আবার আন্তর্জাতিক হকি ফিরছে। এদিনই শুরু হচ্ছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারত মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের। পাকিস্তান সেরে দাঁড়ানোয় যারা টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পেয়েছে। ভারত সদ্য আইচি নাগোয়া থেকে এশিয়াডের হকির সোনা নিয়ে এসেছে। এই ম্যাচেও তারাই ফেবারিট। শেষবার পাঞ্জাবে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছিল ২০০৯-এ গোল্ড কাপ। এখনকার ভারতীয় দলের অর্ধেকই পাঞ্জাবের প্লেয়ার। তারা এবার বাড়ির লোকদের সামনে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। অধিনায়ক হরমণপ্রীত সিং, যুগরাজ সিং, জামেইনপ্রীত সিং, সুখজিৎ সিং, দিলপ্রিত সিং ও মনদীপ সিং সবাই পাঞ্জাবের। সুতরাং সবার বাড়ির লোকেরা হয়তো এখানে খেলা দেখবেন। পাঞ্জাবের মাটিতে টুর্নামেন্ট বলে এখনকার অনেক প্রাক্তনের স্মৃতি সামনে আনা হচ্ছে। কোচ ক্রেগ ফুলটন বলেছেন ভারতে খেলার আনন্দই আলাদা। তবে চোটের জন্য মিডফিল্ডার মনপ্রীত সিং এই টুর্নামেন্টে খেলবেন না। ছয় দলের টুর্নামেন্টে ভারত তালিকায় সবার



■ প্রথমবার নিজের রাজ্যে দেশের হয়ে খেলবেন হরমণপ্রীত সিং।

আগে। তারা বিশ্ব তালিকায় আটে আছে। ২৯ অক্টোবর চিন, ৩০ অক্টোবর জাপান, ১ নভেম্বর মালয়েশিয়া, ২ নভেম্বর কোরিয়ার সঙ্গে খেলবে ভারত। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে মোহালিতে।

সুবিধাজনক জায়গায় ভারত



লিঙ্কোলন, ২৬
অক্টোবর :

নিউজিল্যান্ড-এ দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত-এ দল। প্রথম ইনিংসে বড় বিপর্যয় ঘটলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে তরুণ দেবদূত পাডিক্কালের চোখ জুড়ানো ১৯৯ এবং সাই সুদর্শনের ৯১ রান। এছাড়া ওয়াশিংটন সুন্দর ও যশ রাঠোরের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের সুবাদে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এখন ভারতের হাতে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ভারতের স্কোর ছিল ৮ উইকেটে ৪৮৮ রান, যার ফলে ২৮৪ রানের লিড নিয়ে চালকের আসনে রয়েছে তারা। দুই ইনিংসেই ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছেন কেএল রাহুল। এদিন আলো কম থাকার জন্য খেলা নিধারিত সময়ের আগেই বন্ধ করে দিতে হয়।

ভারতীয় 'এ' দলে এলেন বুমরা-পন্থ



মুম্বই, ২৬ অক্টোবর: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে ম্যাচের পর্যাপ্ত অনুশীলন ও নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে ভারত-এ দলে যুক্ত করা হল তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরা এবং উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থকে। আগামী ৭ থেকে ১০ নভেম্বর লিংকনে নিউজিল্যান্ড-এ দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় ও শেষ আনঅফিসিয়াল টেস্ট ম্যাচে খেলতে দেখা যেতে পারে এই দুই বুমরা ও পন্থকে। কিউয়িদের বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য মূল ভারতীয় দলেও রাখা তাঁদের। বর্তমানে বুমরা ও পন্থ দু'জনেই বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সিলেন্স-এ অনুশীলন করছেন। এর মধ্যে পন্থ গত শুক্রবার এবং বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় দলে ফেরার আগে খেলোয়াড়দের বাধ্যতামূলক 'রিটার্ন-টু-প্লে' প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বুমরা এই ক্যাম্পে রয়েছেন এবং আগামী ১ নভেম্বর তাঁর নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, ঋষভ পন্থ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ইরানি কাপের সময় পাওয়া সাইড স্ট্রাইকের ইনজুরি থেকে সেরে উঠেছেন। ওই চোটের কারণেই তিনি দিল্লির রঞ্জি ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচ এবং নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি আনঅফিসিয়াল টেস্ট খেলতে পারলেন না। বর্তমানে তিনি সেন্টারে হালকা ব্যাটিং প্র্যাকটিস শুরু করলেও এখনও উইকেটকিপিং শুরু করেননি।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন
স্পিনার গ্যারেথ ব্যাটি
সিএসকের সাপোর্ট স্টাফ
হচ্ছেন। সম্ভবত সহকারী
কোচ। তিনি সারের হেড
কোচ ছিলেন



ঈশান নেই, ফের সুযোগ বৈভবের

ওয়েলিংটন, ২৬ অক্টোবর : ঈশান কিশানের চোট হয়তো মঙ্গলবারের ম্যাচেও বৈভব সূর্যবংশীকে সুযোগ দেবে, কিন্তু এবার তাকে রান করতে হবে। বৈভবের তিনে নামা নিয়ে প্রাক্তনদের অনেক বার্তা রয়েছে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেছেন, ওকে তিনে বেমালুম লাগছে। নিজের জায়গাতেই খেলতে দেওয়া উচিত। মুশকিল হচ্ছে যে দল পরিচালন কমিটির সামনে আবেগেরও আগে যুক্তি। তাদের যদি এমন মনে হয় যে অভিষেক আর সঞ্জুর সফল ওপেনিং জুটিতে হাত দেব না তাহলে সেটাই ঠিক। এই দুজন দারুণ ফর্মে রয়েছেন। বোলারদের নিয়মিত ভয় ধরাচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের পেস আক্রমণ বেশ ভাল। নিজেদের মাঠে এই বোলিং চাপে রাখে ব্যাটারদের। আর এটা শীতের শেষ। এখন বল বেশি সুইং করে। তারপরও বোলাররা তিলক, নমন সঞ্জুদের খামাতে পারছেন না। যেটা আশ্চর্যের। এরমধ্যে আবার রোটেশন পলিসিতে এই ম্যাচে লকি ফার্স্টন আর ম্যাট হেনরিকে খেলবে না নিউজিল্যান্ড। ফলে ভারতের জন্য ওয়েলিংটনে সিরিজ ৩-০ করে ফেলার সুযোগ রয়েছে। হেনরি স্টেডিয়ামে উইকেট এমনিতে সিমার ফ্রেন্ডলি। কিন্তু ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালও সেটাই ছিল। ওখানে মিচেল স্যান্টনার ছড়ি ঘুরিয়েছেন। তাই ওয়েলিংটনে কী হবে কেউ বলতে পারে না। নিউজিল্যান্ড অবশ্য জন্য দুয়েক নতুন মুখকে দলে নিয়েছে। তবে তাদের খেলানো হবে কিনা কে জানে। নভেম্বরের গোড়ায় একদিনের সিরিজ রয়েছে। তাঁর প্রস্তুতি নেবেন হেনরির। সেই সঙ্গে বোলারদের ওয়ার্ক লোডের ব্যাপার রয়েছে। ক্রাইস্টচার্চে জিতে দুশো টি ২০ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড করেছে ভারত। দেখে বোঝা যাচ্ছে এই দল গত দুবারের টি ২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। টপ অর্ডার ফেল করলে পিছনের লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই যেমন সেদিন তিলক, নমন আর নীতীশ খেলেছিলেন। গৌতম গম্ভীর যা দেখে



ভরসা দিচ্ছেন তিলক, নজর বৈভবের।

বলেছেন, ছেলেরা বড় হয়ে গেল। কিন্তু বোলিং নিয়ে দৃষ্টিশক্তি কাটছে না। নিউজিল্যান্ড কিন্তু রান তুলছে। ভুবনেশ্বর কুমারের কামব্যাক কোনও প্রভাব ফেলেনি। দেখে



মনে হচ্ছে ভুবি আন্তর্জাতিক মঞ্চকে হারিয়ে ফেলেছেন। মাথায় রাখতে হবে গুরনুর বারদের মতো তরতাজা তরুণরা বাইরে অপেক্ষা করছে।

মর্কেল চিন্তিত হাওয়া নিয়েই



ওয়েলিংটন, ২৬ অক্টোবর : ওয়েলিংটনের হাওয়া বিখ্যাত। এই হাওয়া বেসিন রিজার্ভ মাঠে খেলার চেহারা বদলে দেয়। ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল এই হাওয়া ভালই চেনেন। তিনি বলেছেন, টেস্ট দলের কয়েকজন ভারত থেকে ফোন করে জানতে চেয়েছে এখানে কেমন হাওয়া। আমি ওদের বলেছি, বাড়িতে খুব জোরে ফ্যান চালিয়ে দাও। এটাই তোমাদের প্রস্তুতি। আমি হোটেলের ঘরে বসেও হওয়ার তেজ বুঝতে পারছি। আমি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সঙ্গে এখানে এসেছি, আমি এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখতাম। মঙ্গলবার ওয়েলিংটনে তৃতীয় টি ২০ ম্যাচে নামবে ভারত। জিতলেই সিরিজ দখলে চলে আসবে। ভারত আপাতত ২-০ এগিয়ে আছে সিরিজে।

নিউজিল্যান্ড সফরের প্রস্তুতিতে বিরাট

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছেন। তাই বর্তমানে শুধু ৫০ ওভারের ম্যাচেই খেলেন, ফলে তাঁর নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ বেশ কমই থাকে। এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে বিরাট কোহলিকে প্রায়ই কঠোর ফিটনেস ও ব্যাটিংয়ের অনুশীলন করতে দেখা যায়। আগামী ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা নিউজিল্যান্ড সফরের একদিনের সিরিজের আগেও তার অন্যথা হল না। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা গেছে কোহলি নেটে মনোযোগ দিয়ে অনুশীলন করছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ওয়ানডে সিরিজের জন্য কোহলি এখনও দেশ ছাড়েননি। তবে কিউইদের বিরুদ্ধে তাঁর পারফরম্যান্সের দিকে সবার নজর থাকবে। বিশেষ করে আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপ দলে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার জায়গা পাওয়া নিয়ে ক্রিকেট মহলে বিভিন্ন আলোচনা চলছে। এই বিষয়ে নিউজিল্যান্ডের সহকারী কোচ জেমস প্যামেন্ট বলেন, ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া শীর্ষ মানের খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবসময়ই



ব্যাটিং অনুশীলনের ফাঁকে খোশ মেজাজে বিরাট।

আলোচনা হয়। তবে এই ধরনের কিংবদন্তিরা নিজেদের ইচ্ছামতো অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন। কোহলি এবং রোহিত যদি মনে করেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে বিশ্বকাপই তাঁদের কেরিয়ারের চূড়ান্ত পৌঁছানোর শেষ বড় ইভেন্ট এবং তাঁরা সেখানে খেলতে চান, তবে তাদের পূর্ণ সমর্থন করা উচিত। এরপর বিষয়টি নির্ভর করে তাদের পারফরম্যান্স ও দলের প্রতি অবদানের ওপর।

শাদাবের রিভিউ নিয়ে বিতর্ক

লাহোর, ২৬ অক্টোবর : পাকিস্তানের জয়ের জন্য তখনও দরকার ছিল ২১ রান এবং হাতে ছিল মাত্র ১টি উইকেট। এমন সময় অ্যাটকিনসনের বলে আম্পায়ার শাদাব খানকে এলবিডব্লিউ আউট ঘোষণা করেন। শাদাবও ক্ষোভে ব্যাটে আঘাত করে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করেন এবং এমনকি সম্প্রচারকারী সংস্থাও ফ্রিনে ইংল্যান্ড ২০ রানে জিতেছে বলে দেখিয়ে দেয়। তবে নাটকীয়ভাবে থার্ড আম্পায়ার আন্টা-এজে বল ব্যাটে লাগার স্পাইক দেখতে পান। ক্যামেরার অন্য একটি অ্যাঙ্গেলে দেখা যায়, শাদাব আউট ভেবে হতাশ হলেও পাকিস্তান দলের কাছে একটি রিভিউ থাকায় তিনি ডিআরএস-এর আবেদন করেছিলেন। সেখানে নট আউট প্রমাণিত হওয়ার পর খেলা আবার শুরু হয়। ফলে দেখা দেয় বিতর্কের।

পরিশ্রমই প্রত্যাবর্তনের চাবিকাঠি : হরমনপ্রীত



সতীর্থ সেঞ্চুরিয়ান দীপ্তি শর্মার সঙ্গে কথোপকথনে সে কথাই খোলসা করলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের এই প্রাক্তন অধিনায়ক। তিনি বলেন, আমি বাড়িতে প্রচুর অনুশীলন করেছি। আপনি যত বেশি ব্যাটিং করবেন, আত্মবিশ্বাস ততটাই বাড়বে। আমি সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় মিলিয়ে দিনে তিনটে সেশনে ব্যাটিংয়ের অনুশীলন করেছি। পাশাপাশি, হরমনপ্রীত আরও জানান, আমার বয়সের কথা মাথায় রেখে আমি ফিটনেসের পিছনে অনেক সময় দিতে পছন্দ করি। তবে তার থেকেও বড় কথা হল আমার মনে হচ্ছিল যে ব্যাটিংয়ে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, তাই আমি ব্যাটে করার ওপর প্রচুর সময় দিয়েছি। বাড়িতে কাতানো সেই সময়টাই এখন আমাকে মাঠে ভালো সাহায্য করছে।

ভোদোদরা, ২৬ অক্টোবর : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে ৪১ বলে অপরাধিত ৯১ রান এবং এরপর ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত ১২৬ রানের ইনিংস খেলে হরমনপ্রীত প্রমাণ করে দিলেন কেন তিনি বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার। খারাপ সময় কাটিয়ে এই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের মূল চাবিকাঠি যে ছিল তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলন, বিসিসিআই-এর শেয়ার করা একটি ভিডিওতে